যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে কঠোর অবস্থানে আমেরিকান মুসলিমরা

সারে-জমিন

গাজায় গণহত্যা বন্ধে গর্জে উঠল কলকাতা

রূপসী বাংলা

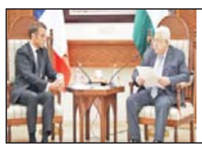

মধ্যপ্রাচ্যে যে কারণে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চান ম্যাক্রোঁ

সম্পাদকীয়

আর্থ্রাইটিস কী? কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ

স্বাস্থ্যসাথী

মাঠে সিজদা দিতে গিয়ে থামলেন কেন শামি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৪ নভেম্বর, ২০২৩
১৭ কার্তিক ১৪৩০
১৯ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 296 ■ Daily APONZONE ■ 4 November 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় এলে মুসলিম কোটা হঠাবে বিজেপি

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচন কমিশন শুক্রবার তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত কর্মদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ১৩ নভেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৫ নভেম্বর। নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী ১১৯টি বিধানসভা আসনের জন্য ভোট গ্রহণ হবে ৩০ নভেম্বর এবং গণনা হবে ৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে।
প্রতিটি প্রার্থীকে তার নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষণের জন্য একটি পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রার্থীর গাড়িবহরে তিনটি গাড়ি প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। প্রার্থীসহ পাঁচজনকে আরও’র কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, তেলেঙ্গানা রাজ্য বিজেপি সভাপতি জি কিষাণ রেড্ডি বলেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সংখ্যালঘু কোটার নামে মুসলিমদের সংরক্ষণ বাতিল করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ওবিসিদের তাদের অংশের সংরক্ষণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। রেড্ডি বলেন, প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে আমরা ক্ষমতায় আসার পরে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ বাতিল করব।

শাজাহানের তৈরি নয় দাবি হিন্দু সেনার

তাজমহলের সমীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিক এএসআই: শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: দিল্লি হাইকোর্ট শুক্রবার ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থাকে (এএসআই) তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কে ইতিহাসের বই থেকে তথ্যগতভাবে ভুল তথ্য অপসারণ ও স্মৃতিসৌধের বয়স নির্ণয়ের জন্য একটি আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে।
প্রধান বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা ও বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলার শুনানি করেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে মুঘল সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেননি এবং কেবল রাজা মান সিংয়ের প্রাসাদের সংস্কার করেছিলেন।
উচ্চ আদালত উল্লেখ করেছে, আবেদনকারী এর আগে সুপ্রিম কোর্টে অনুরূপ প্রার্থনা নিয়ে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা এএসআইয়ের কাছে প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার পরে তাকে এটি প্রত্যাহার করেছিল। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে শীর্ষ আদালত আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেছিল, জনস্বার্থ মামলাগুলি যা খুশি তদন্ত চাওয়ার জন্য নয় এবং আদালতগুলি ইতিহাস পুনরায় উত্থাপন করার জন্য নয়।
শুক্রবার আবেদনকারী সুরজিৎ সিং যাদবের আইনজীবী হাইকোর্টকে জানান, চলতি বছরের জানুয়ারিতে তিনি এএসআই-এর কাছে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু এখনও কোনও সাড়া পাননি। হাইকোর্ট তখন এএসআইকে তার দাবিটি খতিয়ে দেখতে এবং তার প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু সেনার সভাপতি যাদব তার পিআইএল-এ দাবি করেন, তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কে “ভুল ঐতিহাসিক তথ্য” শেখানো হচ্ছে এবং জনসাধারণকে তা দেখানো হচ্ছে। পিটিশনে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের বই এবং পাঠ্যপুস্তক থেকে শাহজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কিত কথিত তথ্যসঠিকভাবে ভুল তথ্য অপসারণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। আর্জিতে তাজমহলের বয়স নির্ণয়ের জন্য এএসআইকে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ারও অনুরোধ করেন তিনি। পিটিশনে বলা হয়েছে, তার গবেষণায় দেখা গেছে, মুঘল সম্রাট শাহজাহান ও তার স্ত্রী মুমতাজ মহলের দেহাবশেষ যেখানে গম্বুজের মতো কাঠামোর নীচে রাখা হয়েছিল, সেখানে ইতিপূর্বে একটি চমৎকার প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল।
হিন্দু সেনার নেতা দাবি করেন, এটা অত্যন্ত অদ্ভুত যে কেন শাহজাহানের সমস্ত দরবারের ইতিহাসবিদরা এই চমৎকার সমাধিসৌধের স্থপতির নাম উল্লেখ করেননি। অতএব, এটি বেশ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে রাজা মান সিংয়ের প্রাসাদটি ভেঙে ফেলা হয়নি বরং তাজমহলের বর্তমান চেহারা তৈরি করার জন্য কেবল সংশোধন ও সংস্কার করা হয়েছিল। সেই কারণেই শাহজাহানের আদালতের বিবরণীতে কোনও স্থপতির উল্লেখ নেই। ইতিহাস বলছে রাজা মান সিং ছিলেন শাহজাহানের দাদা মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি।
উল্লেখ্য, সপ্তদশ শতাব্দীর এই স্মৃতিসৌধটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। এর আগে তাজমহলকে তেজা মহল বলে দাবি করে আদালতে মামলা করা হয়েছিল।

মমতা-অভিষেক সব জানেন, বালুর মন্তব্য ঘিরে নয়া বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: রেশন দুর্নীতি মামলায় রাজ্রের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ইডি গ্রেফতারের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বালুর কিছু হলে তার দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি জ্যোতিপ্রয়র পাশে আছেন। এবার সেই মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে মন্তব্য করায় বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।
কমান্ড হাসপাতার চিকিৎসা করতে অস্বীকার করার পর শুক্রবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার নিয়ে যাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডির আধিকারিকরা। সেই সময় সাংবাদিকরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে তার গ্রেফতার সম্পির্কত নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। সেই সময় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন। দলের সঙ্গে ছিলাম আছি ও থাকব। আমি নির্দোষ। আমি বিজেপির ষড়যন্ত্রের শিকার।
আর সেই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের সঞ্চার হয়েছে। এমনকী তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে, জ্যোতিপ্রিয় হঠাৎ রেশন দুর্নীতি কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন বললেন কেন। এর ফলে রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডি মমতা ও অভিষেককে জড়িয়ে তদন্তের মোড় ঘোরানোর আশঙ্কা থাকায় মুখ খুলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
এ বিষয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অন্যায় করে থাকলে করেছেন জ্যোতিপ্রিয়। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোষটা কোথায়? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোষটা কোথায়? তাদের নামটা আসছে কোথা থেকে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করে তাকে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তার যদি পদস্খলন হয়ে থাকে, সে যদি বেইমানি কোথাও করে থাকে তার দায় মমতার কেন হবে সেই প্রশ্ন তোলেন কল্যাণ।
কল্যাণের আশংকা, জ্যোতিপ্রিয়র মন্তব্যকে ঢাল করে ইডি রেশন দুর্নীতি মামলাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে।তবে, বালুর মন্তব্যের পর সিপিএমে নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, সব দুর্নীতির সব তথ্য মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক জানেন। এর জন্যই তো আমরা বারবার বলছি, শুধু কান টানলে হবে না, সিবিআই, ইডিকে মাথাও টানতে হবে।

দিল্লি উন্নয়ন সংস্থার মসজিদ, মাদাসা ভাঙায় স্থগিতাদেশ

আপনজন ডেস্ক: স্বস্তি পেল রাজধানী দিল্লির ধৌলা কুঁয়া এলাকায় শতবর্ষ পুরনো কাঙাল শাহ মসজিদ, মাদ্রাসা এবং কবরস্থান। দিল্লি হাইকোর্ট দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর দ্বারা গঠিত ধর্মীয় কমিটির আদেশ অনুসরণ করে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ডিডিএ-র প্রস্তাবিত পদক্ষেপ স্থগিত করেছে। গত ২০ অক্টোবর নগর সরকারের ধর্মীয় কমিটির সভা অনুযায়ী মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্থানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আশঙ্কা করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট ফুজাইল আহমেদ। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার ১০০ বছরের পুরনো শাহী মসজিদ, কবরস্থান এবং ধৌলা কুঁয়ার একটি মাদ্রাসা ভাঙতে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রতীক জালান একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে দিল্লি সরকারের ধর্মীয় কমিটি, কেন্দ্র এবং ডিডিএ-সহ অন্যান্যদের কাছ থেকে জবাব চেয়েছেন যে মসজিদ এবং পাবলিক কবরস্থান ভেঙে ফেলা হতে পারে। আদালত কর্তৃপক্ষকে চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের জবাব দাখিল করতে বলেছে। সেই সঙ্গে বিচারপতি বলেছেন, এই কাঠামোগুলি ১০০ বছরের পুরানো হওয়ায় মামলার পরবর্তী শুনানির দিন অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত কাঠামোগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
শুনানির সময় আদালত জানতে চান, অদূর ভবিষ্যতে কোনো কর্মপরিকল্পনা আছে কি না। এই বিষয়ে, ধর্মীয় কমিটি এবং এসডিএম-এর প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডভোকেট অরুণ পাওয়ার বলেছেন যে জমির মালিকানাধীন সংস্থা ডিডিএ, তাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ মূলত জমিতে কেবল একটি মসজিদ ছিল। কিন্তু মসজিদের পক্ষে আইনজীবী বলেন, সৌধটি ব্যক্তিগত জমিতে হওয়ায় তা ধর্মীয় কমিটির এখতিয়ারের বাইরে। পিটিশনে বলা হয়েছে, মসজিদ কমিটি দিল্লি কর্তৃপক্ষের “স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ”-এ বিরক্ত। কারণ ব্যক্তিগত জমি হিসাবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও ভুলভাবে মসজিদ, দরগা, কবরস্থান ও মাদ্রাসাগুলিকে অননুমোদিত ঘোষণা করেছে। আবেদনকারীকে কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু শুনানির কোনো সুযোগ দেয়নি। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডও মসজিদ কেমিটির পক্ষ নেয়। মসজিদের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ফাজিল আইয়ুবী, পরমবীর সিং, আসলাম আহমেদ, রইস আহমেদ এবং ড. আকানশা।

এথিক্স কমিটির নারী বিদ্বেষী মন্তব্য বন্ধ হওয়া উচিত: মহুয়া

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র লোকসভার এথিক্স কমিটির বিরুদ্ধে শুনানির সময় অপমানজনক প্রশ্ন করার অভিযোগ করেছিলেন। এবার তিনি নারীবিদ্বেষ থেকে সুরক্ষা ও শালীনতার মান বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহুয়া এথিক্স কমিটির তদন্তকে ‘রাজনৈতিক চক্রান্ত’ বলে অভিহিত করে বলেন, এর একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁকে সংসদ থেকে সাসপেন্ড করা। কমিটির শুনানির সময় তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করে মৈত্র বলেন, ‘আমি তদন্তের জন্য এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তবে শালীনতার একটি লাইন থাকতে হবে যা উল্লেখ করা দরকার। আমি সস্তা এবং অবমাননাকর প্রশ্ন থেকে সুরক্ষা চাই। এ বিষয়ে আমি লোকসভার স্পিকারকেও চিঠি দিয়েছি।’ কৃষ্ণনগরের সাংসদ তদন্ত সম্পর্কিত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, আমি লোকসভার স্পিকারকে বলেছি তাকে নোংরা, ঘৃণ্য নারীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আমাকে সুরক্ষা দিতে হবে। তদন্ত সম্পর্কিত যে কোনও কিছু, আমি ইতিমধ্যে উত্তর দিয়েছি। আমি আমার অবস্থান ১০০ বার পরিষ্কার করেছি। আমি যদি কোনও নিয়ম ভঙ্গ করি তবে আমাকে তা জানানো উচিত। মৈত্র ব্যাখ্যা দেন, তিনি ইতিমধ্যে তার লগইন আইডি এবং উপহার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং বলেছেন তিনি যা করেছেন তা অবৈধ নয়।
তিনি আরও বলেন, ‘আমি প্রত্যন্ত নির্বাচনী এলাকা থেকে এসেছি। আমি কেবল মাত্র পোর্টালের লগইন এবং পাসওয়ার্ড ভাগ করে প্রশ্ন গুলি টাইপ করার জন্য কিছু সহায়তা পেয়েছি। ওটিপি ছাড়া কিছুই করা যায় না যা কেবল আমার ফোনে আসে। ওটিপি ছাড়া কিছুই জমা দেওয়া যায় না।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, সাংসদদের আইডি শেয়ার করা এবং লগইন করার ক্ষেত্রে এই নিয়ম বা প্রোটোকল কোথায়? তার দল তৃণমূল তাকে সমর্থন করছে কি না জানতে চাওয়া হলে মহুয়া বলেন, আমার দল কেন আমাকে সমর্থন করবে না? তারা আমাকে ইঙ্গিতে সমর্থন করছে। যেহেতু শুরুতে কোনও বিবৃতি ছিল না তার অর্থ এই নয় যে তারা আমাকে সমর্থন করছে না। এটা আশা করা যায় না যে আমাদের দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি ইস্যুতে মন্তব্য করবেন।

মহিলা সংরক্ষণ অবিলম্বে কার্যকর-নির্দেশ দেওয়া কঠিন: সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আদমশুমারির পর কার্যকর হওয়ার কথা বলা মহিলা সংরক্ষণ আইন অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া আদালতের পক্ষে “খুব কঠিন” হবে।
মহিলা সংরক্ষণ বিল যা নারী শক্তি বন্দন আইন নামে পরিচিত, মাতে বলা হয়েছে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে তা কার্যকর করার দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুরের দায়ের করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি এস ভি এন ভাট্টির বেঞ্চে শুনানি হয়। তাতে জয়া ঠাকুরের আইনজীবী বিকাশ সিং বলেন, ওবিসি সংরক্ষণের জন্য তথ্য সংগ্রহে আদমশুমারি প্রয়োজন হলেও মহিলা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেন। বেঞ্চ বলেছে, আদালতের পক্ষে অবিলম্বে নির্দেশ দেওয়া খুব কঠিন হবে। কারণ, সংশোধনী বিলের জন্য এখন রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। আর সীমানা পুনর্নির্ধারণের পরে এটি কার্যকর করার কথা।

জ্ঞানবাপি মামলা অন্য বেঞ্চে সরানোর দাবি খারিজ

আপনজন ডেস্ক: বারাণসীর জ্ঞানবাপি মসজিদ মামলা একক বেঞ্চ থেকে অন্য বেঞ্চে স্থানান্তরের এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটির আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ মসজিদ কমিটির প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র অ্যাডভোকেট হুজেফা আহমাদির বক্তব্য শোনার পর এই রায় দেয়।
বেঞ্চ বলেছে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আদেশকে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। উচ্চ আদালতে, এটি একটি খুব স্ট্যান্ডার্ড অনুশীলন। এটা অবশ্যই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এখতিয়ারে থাকতে হবে।
বিচারপতি প্রকাশ পাদিয়ার একক বিচারপতির বেঞ্চ থেকে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মামলাটি এখন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রীতিঙ্কর দিবাকরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শুনানির শুরুতে আহমাদি বলেন, আগের একক বিচারপতির বেঞ্চ শুনানি শেষ করেছে এবং ২৫ আগস্ট রায় ঘোষণা করার কথা ছিল। ওই দিনই রোস্টার পরিবর্তনের কারণে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন। প্রবীণ আইনজীবী বলেন, কোন বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে তা বেছে নেওয়ার জন্য কোনও বাদীর জন্য উন্মুক্ত নয়, তবে তিনি বিষয়টি উত্থাপন করছেন কারণ এই বদলি “বিচার প্রক্রিয়ার অপব্যবহার”। ২০২১ সাল থেকে একক বিচারক এই মামলার শুনানি করছিলেন। এরপর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আদেশের কিছু দিক উল্লেখ করে বলেন, বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি গত তিন লাইনে কী বলেছেন তা দেখুন। আমরা এটি উন্মুক্ত আদালতে পড়তে চাই না। এটা অসাধারণ। কখনও ঘটেনি। আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা যদি হাইকোর্টের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের বিশ্বাস না করি তবে সিস্টেমটি কোথায় যাবে?
জ্ঞানবাপি মসজিদ মামরার শুনানি ৮ নভেম্বর পর্যন্ত মুলতবি করে হাইকোর্ট। বারাণসীর একটি আদালত ২ নভেম্বর এএসআইকে জরিপ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে।

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ✆ 91237 21642 / 62892 61903

কলকাতার চেয়ে প্রায়
অর্ধেক খরচে অপারেশন

সুদক্ষ সার্জন দ্বারা অত্যাধুনিক সি-আর্ম যুক্ত ডাবল টেবিল অপারেশন থিয়েটারে সার্জারির ব্যবস্থা

❖ অর্থোপেডিক সার্জারি ❖ ল্যাপরোস্কপিক সার্জারি ❖ গাইনো ও অবস সার্জারি ❖ প্লাস্টিক সার্জারি ❖ কসমেটিক সার্জারি ❖ ইএনটি ও ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি ❖ নিউরো ও স্পাইন সার্জারি ❖ ইউরো সার্জারি ❖ নেফ্রো সার্জারি ❖ আই সার্জারি ❖ ডেন্টাল সার্জারি

ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত MBBS, MD, Dip Card

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ২৯৬ সংখ্যা, ১৭ কার্তিক ১৪৩০, ১৯ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

বিশ্বশান্তি

চলমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন কোরামে ভাগ হইয়া গিয়াছে। একসময় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তুলনামূলক দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের নিরাপত্তার নামে জোট বাঁধিল। ইহার পর তাহারা জোটের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিতে শুরু করিল। আপাতদৃষ্টিতে একই জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ একে অপরকে মিত্র দেশ হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকে। এই হেতু জোটভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের বৈদেশিক নীতি থাকে কিঞ্চিত মোলায়েম এবং নমনীয়। প্রতিপক্ষ জোটভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের বৈদেশিক নীতি আবার তুলনামূলক কম নমনীয়, কখনো-সখনো যথেষ্ট কঠোর। মিত্রকে ছাড় দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মিত্রের বাহিরে অন্যদের প্রতি কঠোরতা থাকে প্রবল। এইখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন—মিত্র কি চিরকাল বন্ধু বলিয়া বিবেচ্য হয়? কিংবা শত্রু কি সর্বদা পরিত্যাজ্য? সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের ভাষ্যে—রাষ্ট্রের কোনো শাশ্বত মিত্র নাই, নাই চিরস্থায়ী কোনো শত্রুও। রাষ্ট্রের স্বার্থই হইল শাশ্বত ও চিরস্থায়ী। রাষ্ট্রের সেই স্বার্থ অনুযায়ী শত্রু-মিত্র নির্ধারণ ও প্রয়োজনে পরিবর্তিতও হয়।

স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হইবে তাহা এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কারণে মিত্র হইয়া যায় শত্রু, আবার এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কারণেই শত্রুতা পরিণত হয় মিত্রতায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই পরাশক্তি ফ্রান্স এবং জার্মানির দ্বৈরথ একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে। জাতীয় স্বার্থে তাহারা ইহার সহিত জোট বাঁধিয়াছে। আরব ও ইসরাইলের মধ্যে অর্ধশত বছরের অধিক সময় ধরিয়া বিরাজমান রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন ক্রমশ বন্ধুত্বের রূপ ধারণ করিতে যাইতেছে। আমেরিকা এবং ইরানের সুসম্পর্ক ১৯৭০ দশকের শেষে ক্রমশ খারাপ হইতে হইতে এই মুহূর্তে সম্পর্ক সাপে নেউলে হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান সময়ের দুই বৃহৎ অর্থনৈতিক পরাশক্তি আমেরিকা এবং চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র পাঁচ বছর পর কোরিয়া যুদ্ধের জের ধরিয়া আমেরিকা-চীন সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে শুরু করে। সেই সম্পর্ক এই মুহূর্তে কেমন রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা বলিবার অবকাশ রাখে না।

এই যে একটি রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সময়ে-সময়ে তিন শত ষাট ডিগ্রিতে উলটাইয়া যায়—ইহার পিছনে কী কারণ থাকিতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিতে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপ বদলাইতে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সবচাইতে বড় ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রসমূহ যেই সকল নেতার দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে, তাহাদের অনেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপরেখা পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নিজেদের মতো ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন। এডলফ হিটলার জার্মানির জাতীয় স্বার্থের নামে তাহার সম্প্রসারণবাদী নীতি বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া প্রতিবেশী দেশে আক্রমণ করিয়াছিলেন—যাহার প্রতিফলন ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্দি এবং হত্যা করেন।

একটি রাষ্ট্রের প্রধান উপকরণ হইল তাহার জনগণ। রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রম তার জনগণকে কেন্দ্র করিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জনগণের স্বার্থই রাষ্ট্রের স্বার্থ। যুগে যুগে নূতন নূতন প্রজন্মের নেতা ও রাষ্ট্রনায়করা আসিয়া থাকেন। ভূরাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে যুগে যুগে। সেই অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংস্করণ ঘটে রাষ্ট্রীয় শত্রু-মিত্রের অবস্থানে। ইহাই ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা। সুতরাং জনগণের স্বার্থের দর্পণে চিরকালীন শত্রু বা মিত্র বলিয়া কিছু নাই। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করিতে পারি—আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চলমান উত্তেজনা এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটুক। সর্বস্তরের মানুষ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেতন হইয়া উঠুক।

•••••••••••••

এক সময় বলা হয়েছিল ‘পাকিস্তানে চলে যাও’, অথচ সেই শামিকে নিয়ে এখন মাতামাতি

মোহাম্মদ শামি অবিশ্বাস্য সব রেকর্ড গড়েছেন, অথচ এই বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্যাচে দলের একাদশে সুযোগ হয়নি তার। এরপর তিন ম্যাচ খেলেই শামি চলমান বিশ্বকাপের শীর্ষ উইকেট শিকারিদের দৌড়ে শামিল হয়ে গেছেন। শামি গতরাতে ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক হয়েছেন। সাবেক ফাস্ট বোলার জহির খান ও জাভাগাল শ্রীনাথের নেয়া ৪৪ উইকেট পার করে শামির উইকেট সংখ্যা এখন ৪৫। বিশেষ বিশ্লেষণ ব্রিটিশ গণমাধ্যম **বিবিসি বাংলা**-র।

মোহাম্মদ শামি অবিশ্বাস্য সব রেকর্ড গড়েছেন, অথচ এই বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্যাচে দলের একাদশে সুযোগ হয়নি তার। এরপর তিন ম্যাচ খেলেই শামি চলমান বিশ্বকাপের শীর্ষ উইকেট শিকারিদের দৌড়ে শামিল হয়ে গেছেন। শামি গতরাতে ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক হয়েছেন। সাবেক ফাস্ট বোলার জহির খান ও জাভাগাল শ্রীনাথের নেয়া ৪৪ উইকেট পার করে শামির উইকেট সংখ্যা এখন ৪৫।

৪৪ উইকেট নিতে জহির খান ও শ্রীনাথের লেগেছে যথাক্রমে ২৩ ও ৩৩ ইনিংস, শামি ৪৫ উইকেট নিয়েছেন ১৪ ইনিংস বল করে।

এই ১৪ ইনিংসে শামি চারবার চার উইকেট ও তিনবার পাঁচ উইকেট শিকার করেছেন।

সেরা বোলিং ফিগার ১৮ রানে পাঁচ উইকেট।

বিশ্বকাপ ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা দশ উইকেট শিকারির তালিকায় আছেন মোহাম্মদ শামি, এই দশ জনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো গড় শামির ১২.৯১।

চলমান ২০২৩ ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপে শামির গড় ৬.৭।

শামির প্রশংসা এখন ভারতজুড়ে, গত ম্যাচের পর ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর নিজের ভেরিফাইড সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, “শামির বল এখন খেলাই যাচ্ছে না, অবিশ্বাস্য”।

সাবেক ক্রিকেটার ভিরেন্দর সেহওয়াগ লিখেছেন, “ওয়াংখেড়েকে ওয়াকা বানিয়ে দিয়েছে।”

ওয়াকা অস্ট্রেলিয়ার পার্থের বিখ্যাত মাঠ, ঐতিহাসিকভাবেই ফাস্ট বোলাররা সেখানে সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং ব্যাটারদের জন্য অস্বস্তিকর মুহূর্ত তৈরি হয় এই মাঠে।

গত রাতে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের বিপক্ষে ভারতের বোলিং দেখে সেহওয়াগের ওয়াকার কথা মনে পড়েছে।

শ্রীলঙ্কার প্রথম পাঁচজন ব্যাটার মিলে তুলেছেন ২ রান।

গত রাতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩০২ রানের জয় পেয়েছে ভারত, ভারতের করা ৩৫৭ রানের জবাবে শ্রীলঙ্কা ৫৫ রানে অলআউট হয়ে যায়।

এটাই টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ড।

দুই বছরে জীবন বদলে গেছে

মোহাম্মদ শামিকে ‘জেনুইন ম্যাচ উইনার’ বলে আখ্যা দিয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ।

ম্যাচ শেষে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, “পরপর দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আমাদের সিম বোলাররা নিজেদের কোয়ালিটির প্রমাণ দিয়েছেন। উইকেটে যদি সুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে তারা আরও ক্ষুরধার হয়ে যাবে”।

প্রথম তিন ম্যাচে একজন অতিরিক্ত ব্যাটারের জন্য শামিকে একাদশে রাখা হয়নি, ক্রিকবাজের আলোচনায় ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পার্থিব পাটেল বলেন, “শামি, বুমরাহ, সিরাজ থাকলে অতিরিক্ত ব্যাটারের প্রয়োজন আপনি অনুভবই করবেন না”।

দুই বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মোহাম্মদ শামি গড়পড়তা পারফর্ম করার পরে ভারতের নেটিজেনদের একটা অংশ তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ধর্ম সম্পৃক্ত ঘৃণার বার্তা।

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল, এরপর ভারতের দলে মোহাম্মদ শামিকে লক্ষ্যবস্তু করে অনলাইন আক্রমণ দেখা গিয়েছিল।

অনেকেই লিখেছিলেন যাতে শামিকে ভারত থেকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

তখন ভারতের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররা শামির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তৎকালীন অধিনায়ক ভিরাট কোহলি সংবাদ সম্মেলনে এসে শামিকে আগলে রাখার কথা বলেন এবং দলীয় পরাজয়ের দায় গোটা দলের বলে উল্লেখ করেন।

দুই বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মোহাম্মদ শামি গড়পড়তা পারফর্ম করার পরে ভারতের নেটিজেনদের একটা অংশ তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ধর্ম সম্পৃক্ত ঘৃণার বার্তা। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল, এরপর ভারতের দলে মোহাম্মদ শামিকে লক্ষ্যবস্তু করে অনলাইন আক্রমণ দেখা গিয়েছিল। অনেকেই লিখেছিলেন যাতে শামিকে ভারত থেকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

কিংবদন্তী ক্রিকেটার সাচিন টেন্ডুলকার, ইরফান পাঠানদের সাথে পাকিস্তানের ক্রিকেটাররাও মোহাম্মদ শামির পাশে দাঁড়ান, ভারতের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন যাতে তারা শামির প্রতি সম্মান দেখায়।

সেই সময় তীব্র ইসলামোফোবে আক্রান্ত হওয়া শামিই এখন ভারতের ক্রিকেটে সাফল্য উদযাপনের কেন্দ্রে আছেন।

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিতর্ক

শুধু সমর্থকদের দুয়োধ্বনি ও ভালোবাসা নয়, শামির ক্যারিয়ারজুড়েই বিতর্ক ও নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল সঙ্গী।

২০১৬ সালে শামি তার তৎকালীন স্ত্রীর সাথে তোলা একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, “সুন্দর কিছু মুহূর্ত”।

কিন্তু এ ছবিটির ওপর কিছু লোক তাদের মন্তব্যে শামিকে ‘ইসলাম অনুসরণ করার’ এবং ‘তার স্ত্রী যেন হিজাব এবং শালীন পোশাক পরেন তা নিশ্চিত করার’ পরামর্শ দেন।

এর পর ক্ষুব্ধ ক্রিকেটার পাল্টা টুইট করেন : “আমি জানি আমার পরিবারের জন্য আমাকে কি করতে বা না করতে হবে।”

পরবর্তীতে একটা সময় শামির স্ত্রী হাসিন জাহানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, শামির স্ত্রী শামির বিরুদ্ধে নির্যাতন ও ব্যাভিচারের অভিযোগ তুলেছিলেন ২০১৮ সালে।

হাসিন জাহান নিজের ফেসবুক পোস্টে সেই সময় এই অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মহম্মদ শামির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন মেয়ের কথোপকথনের স্ক্রিনশট ও তাদের ছবিও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছিলেন।

ভারতের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে হাসিন জাহান আরও জানিয়েছেন, তার ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার এখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে স্বামীর বিরুদ্ধে আইনি রাস্তা নেওয়া ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই।

তখন শামি একটি ফেসবুক পোস্ট দিয়ে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

পরে ২০১৯ সালে শামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল, তবে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিসিআই কখনোই এই বিষয়ে শামির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

২০১৮ সাল থেকে চলমান এই মামলা এখনও ভারতের কোর্টে চলছে, এই বিশ্বকাপের এক মাস আগে সেপ্টেম্বরেও শামি কোর্টে গিয়ে জামিন নিয়ে এসেছেন ২ হাজার রুপিতে। **‘ভারত ক্ষিপ্র একটা দল’**

চলতি বিশ্বকাপের টানা সাত ম্যাচেই জয় পেয়েছে ভারত।

২০১৫ থেকে ২০২৩- তিন বিশ্বকাপে মাত্র তিনটি হার, সব মিলিয়েই ভারত ওয়ানডে ফরম্যাটে গত দেড় দশকের শীর্ষ দলগুলোর একটি।

তবে এবারের বিশ্বকাপে নিজেদের আলাদাভাবেই মেলে ধরেছে ভারত।

যেমন ভারতকে মনে করা হয়ে ঐতিহাসিকভাবেই ব্যাটিং নির্ভর দল, কিন্তু এই দলের বোলাররাও বিশ্ব মানের, বিশ্ব সেরা বললেও বাড়াবাড়ি হবে না বলছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শোয়েব আখতার।

শোয়েব আখতার ভারতীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, “এবার তোমরা তোমাদের বোলারদের নিয়ে কথা বলো, ব্যাটারদের নিয়ে তো সবসময়ই বলো”।

শোয়েব আখতারের মতে, ভারত এখন ক্ষিপ্র একটা দল।

গত ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ১২৯ রানে অলআউট করে দেয়ার পর এবার শ্রীলঙ্কাকে ভারত ৫৫ রানে অলআউট করেছে।

২০২৩ সালেই শ্রীলঙ্কা ভারতের বিপক্ষে জানুয়ারি মাসে ৭৩, সেপ্টেম্বর মাসে ৫০ এবং নভেম্বর মাসে ৫৫ রানে অলআউট হলো।

বলিউড তারকা আয়ুষ্মান খুরানা গতকাল ম্যাচ দেখতে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রীলঙ্কার এই দশা দেখে কষ্ট পেয়েছেন বলে টুইট করেছেন।

“১৯৯৬ সালে জয়সুরিয়া ও কালু (কালুউইথারানা) শ্রীলঙ্কাকে উড়ন্ত শুরু এনে দিতেন প্রথম ১৫ ওভারে। ভারত দুইবার খুব বাজে পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে, একবার কোটলায় প্রভাকর ফাস্ট বোলিং থেকে স্পিন করা শুরু করলেন, বেদম ব্যাটিং থেকে বাঁচতে”।

আয়ুষ্মান খুরানা মনে করিয়ে দিয়েছেন ১৯৯৬ সালে ভারত শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এতোটাই খারাপ খেলেছিল যে সেমিফাইনালে ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচ বন্ধ রাখতে হয়েছিল একটা পর্যায়ে, সমর্থকরা মেনে নিতে পারছিলেন না ভারত এতো খারাপ খেলছিল।

খুরানার মতে, ২০২৩ সালে সেটার মুদ্রার বিপরীত পার্শ্ব দেখতে হচ্ছে শ্রীলঙ্কাকে।

তিনি মনে করছেন, শ্রীলঙ্কার এই দলটার রদবদল প্রয়োজন অনেক।

সৌ: বিবিসি(বাংলা)

জায়েদ এম বেলবাগি

মধ্যপ্রাচ্যে যে কারণে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চান ম্যাক্রোঁ

মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের সঙ্গে এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর গভীর আলিঙ্গন, তাঁর বাচনভঙ্গি, উদ্বেগ প্রকাশের ধরন সবকিছুই চোখে পড়ার মতো। তাঁর নিজ দেশ বহুধাবিভক্ত। এ অবস্থাতেও তিনি মধ্যপ্রাচ্য সফরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁর অবস্থানকে যেন জানান দিলেন।

এই সফরে তিনি নিজেকে পশ্চিমের ইতিবাচক ও সুদৃঢ় এক নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্ত হওয়া থেকে, ইউক্রেন সমস্যা সমাধানে শান্তি সংলাপের প্রতি সমর্থন প্রকাশের মধ্য দিয়ে ম্যাক্রোঁ দেখিয়েছেন ভূরাজনীতির জটিল কুটিল চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁর কাছে কূটনৈতিক সমাধান আছে। গত সপ্তাহে ম্যাক্রোঁ ইসরায়েল, অধিকৃত পশ্চিম তীর ও মিসর সফরে যান। বিশ্বনেতারা মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন। এ অবস্থায় ম্যাক্রোঁ কি সত্যিই ভাবছেন, তিনি সফল হবেন? এ নিয়ে অনেকের মনেই এখন কৌতূহল।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ম্যাক্রোঁর তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমেই তিনি মরক্কো সফরে যান। এর পর থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তিনি এই অঞ্চলে তাঁর প্রভাব স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে তাঁর মতভিন্নতা আছে, তিনি উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে চান, লেবানন ও ইরাকে তাঁর যোগাযোগ আছে।

মধ্যপ্রাচে৵র উপদ্রুত রাজধানীগুলোয় ম্যাক্রোঁর এই সফর বলছে, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান না; বরং তাঁর ভাবভঙ্গি অনেকটা জ্যাক শিরাকের মতো। যদিও ফ্রান্সের নিজস্ব অনেক জটিল সমস্যা আছে এবং এসব সমস্যার কারণে ভূরাজনীতিতে এ দেশের নেতারা খুব একটা প্রভাব রাখতে পারেন না।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে ম্যাক্রোঁ ইসরায়েলের প্রতি তাঁর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে বেসামরিক জনগণের প্রাণহানি পরিহার করার কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি এই সমস্যার যে রাজনৈতিক সমাধান খোঁজা হচ্ছে, তা থেকে বিরত থাকা যাবে না বলেও উল্লেখ করেন।

কূটনৈতিক মঞ্চ যেমন বাগদাদ সম্মেলন, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সফট পাওয়ার যেমন লুভ আবুধাবির মতো সাংস্কৃতিক প্রকল্প, জেরুজালেমের কিছু ক্যাথলিক তীর্থস্থানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ফ্রান্স মধ্যস্থতাকারীর চেয়েও বড় ভূমিকা রাখতে চায়। ফ্রান্স চায় এ অঞ্চলের কূটনৈতিক নেতা হতে।

ঐতিহ্যগতভাবে ফ্রান্স যুদ্ধবিবাদের ক্ষেত্রে ‘দুই দেশেরই বন্ধু’—এমন নীতিতে চলে। তিনি পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে অবৈধ বসতি স্থাপনের নিন্দা জানান। একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষাবলম্বন করলেও ফ্রান্স হামাসকে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করে বলে ঘোষণা দেন এবং তাদের সহিংসতা পরিহার করার আহ্বান জানান। মধ্যপ্রাচ্যের রাজধানীগুলোয় সফরের পাশাপাশি ম্যাক্রোঁ রামাল্লায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও এই দফায় দেখা করেছেন।

ফ্রান্স ও মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি। লেভান্তের সঙ্গে প্যারিসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বহু আগে থেকে। লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইসরায়েল ও অধিকৃত অঞ্চলের আধুনিক ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গেও ফ্রান্সের রয়েছে গভীর যোগাযোগ। চলমান সংকটে ফ্রান্স এই অঞ্চলের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আবার ঝালিয়ে নিতে পারে।

ম্যাক্রোঁ লেবাননের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলছেন। এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতায় লেবাননের গুরুত্বের কথা বারবার তিনি বলছেন। সেই সঙ্গে লেবাননের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

সিরিয়ার বেলায় ম্যাক্রোঁ আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানের কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সিরিয়ায় যুদ্ধের শেষ প্রান্তে তিনি ক্ষমতায় আসার কারণে খুব একটা প্রভাব রাখতে পারেননি।

ফলে তাঁর নজর ছিল ইরাকের দিকে। ম্যাক্রোঁ বাগদাদ সম্মেলনে আঞ্চলিক সম্পর্ককে আরও সংহত করার ব্যাপারে জোর দেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে আগামী বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

কূটনৈতিক মঞ্চ যেমন বাগদাদ সম্মেলন, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সফট পাওয়ার যেমন লুভ আবুধাবির মতো সাংস্কৃতিক প্রকল্প, জেরুজালেমের কিছু ক্যাথলিক তীর্থস্থানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ফ্রান্স মধ্যস্থতাকারীর চেয়েও বড় ভূমিকা রাখতে চায়। ফ্রান্স চায় এ অঞ্চলের কূটনৈতিক নেতা হতে।

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

জায়েদ এম বেলবাগি রাজনৈতিক ভাষ্যকার

প্রথম নজর

গাজার জন্য তহবিল গঠন বাদশা সালমান ও ক্রাউন প্রিন্স

আপনজন ডেস্ক: গাজাবাসীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে জাতীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহের ঘোষণা দিয়েছেন সৌদি আরবের বাদশা সালমান বিন আব্দুল আজিজ এবং ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন সালমান।
বৃহস্পতিবার মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়নে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
গাজাবাসীর জন্য মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কেন্দ্রে বাদশা সালমান বিন আব্দুল আজিজ এবং ক্রাউন প্রিন্স ৫০ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল তহবিলে দান করেন। এর মধ্যে আব্দুল আজিজ ৩০ মিলিয়ন এবং ক্রাউন প্রিন্স ২০ মিলিয়ন রিয়াল দেন।
রয়্যাল কোর্টের উপদেষ্টা এবং মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল রাবিহ বলেন, সংগ্রহকৃত তহবিল সাহেম প্লাটফর্মের কাছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য এই কার্যক্রমে সাহেমকে যুক্ত করা হয়েছে।
আল-রাবিহ বলেন, বাদশা সালমানের এ কার্যক্রম ফিলিস্তিনি মানুষের জন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে। কারণ তারা ভয়াবহ মানবিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।
সৌদি আরবে বসবাসরতরা সাহেম ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে অর্থ পাঠাতে পারবে। অর্থ পাঠানোর জন্য https://sahem.ksrelief.org/Gaza. এই লিংকে প্রবেশ এখানে প্রদত্ত এই ব্যাংক অ্যাকউন্টে সরাসরি নগদ অর্থ সহযোগিতা পাঠানো যাবে। এছাড়া গুগল প্লে স্টোর থেকে অ্যাপসের মাধ্যমেও সহযোগিতা পাঠানোর সুযোগ রয়েছে।

হামাসের হামলায় ৩৩৮ ইসরায়েলি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।
ইসরায়েলি বাহিনীর পক্ষ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করা হয়েছে, গাজায় তাদের আরও চার সেনা নিহত হয়েছে। এতে করে নিহত ইসরায়েলি সেনার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৩৮ জনে। আজ শুক্রবার আনাদোলু এজেন্সি ও বিবিসির লাইভ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
তবে হামাসের সামরিক উইং আল-কাসাম ব্রিগেডস বলেছে, গাজায় ইসরায়েলি সেনা নিহতের সংখ্যা আরও বেশি।
গত ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েল অভিমুখে হাজার হাজার রকেট ছুড়ে হামাস। হামাসের দাবি, তারা ২০ মিনিটের মধ্যে ইসরায়েলে পাঁচ হাজার রকেট ছুড়েছে। সেইসঙ্গে ইসরায়েলের সীমান্ত ভেদ করে দেশটিতে অতর্কিত তাণ্ডব চালিয়েছে হামাসের যোদ্ধারা। এতে ইসরায়েলে নিহতের সংখ্যা এক হাজার ৪০০ ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে তিন হাজারের বেশি।
এরপর থেকে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে।
ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ৯ হাজার ছাড়িয়েছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র ড. আশরাফ আল-কিদরা বলেছেন, গাজায় ৯ হাজার ৬১ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৭৬০ জনের বয়স ১৮ বছরের কম।
এদিকে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলাকে 'ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর' বলে বর্ণনা করেছে। শিশু হত্যা ও বন্দী করা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

হিরোশিমার চেয়েও বেশি বোমা গাজায়

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের চরম বর্বরতা দিন দিন বেড়েই চলছে অবরুদ্ধ গাজায়। ইতিহাসের নির্মম যুদ্ধগুলোকে হার মানছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের ভয়াল আগ্রাসন।
অমানবীয় অত্যাচার প্রতিনিয়তই মনে করাচ্ছে পূর্বের কালো অধ্যায়। গাজার বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা বারবার স্মরণ করাচ্ছে হিরোশিমার পারমাণবিক বিস্ফোরণকে। নির্বিচারে অসহায়-নিরস্ত্র মানুষদের হত্যায় হিরোশিমার চেয়েও বেশি বোমা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে গাজায়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোণঠাসা মুহূর্তে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ১৫ হাজার টন ওজনের এটম বোমা ফেলেছিল যুক্তরাষ্ট্র। মুহূর্তে ঝলসে গিয়েছিল দুই শহরই। আজও সেই ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে জাপান। ঠিক একই বর্বরতা গাজাতেও চালাচ্ছে ইসরাইল। মাত্র ২৭ দিনে ২৫ হাজার টন বোমা ফেলেছে। যা প্রায় দুটি পারমাণবিক বোমার সমান।
বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'ইউরো-মেডিটারেনিয়ান হিউম্যান রাইটস অবজারভেটরি'র এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।
জাপানের হিরোশিমার আয়তন ৯০০ বর্গকিলোমিটার। অন্যদিকে গাজার আয়তন ৩৬৫ বর্গকিলোমিটারের বেশি নয়। অর্থাৎ গাজায় ফেলে দেওয়া বিস্ফোরকগুলোর শক্তি হিরোশিমার চেয়েও ভয়াবহ। ইসরাইলের শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক বোমা ১৫০ থেকে ১,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে।
ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিবৃতি অনুযায়ী, শুধু গাজা শহরে দশ হাজারেরও বেশি বোমা ফেলা হয়েছে। নৃশংস হামলায় গাজা স্ট্রিপে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ তুলেছে সংস্থাটি।
এর মধ্যে রয়েছে ক্লাস্টার এবং ফসফরাস বোমা। গুরুতর এ বোমায় মানুষের শরীর মারাত্মভাবে পুড়ে যাচ্ছে। বোমায় আহত ব্যক্তিদের ত্বক গলে যায়। শরীরে অদ্ভুত ফোলাভাব এবং বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবশেষে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।
ইউরো-মেড সংস্থাটি জোর দিয়ে বলেছে, ইসরাইলের ধ্বংসাত্মক নির্বিচার এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আক্রমণগুলো যুদ্ধের আইন এবং মানবিক আইনকে লঙ্ঘন করে। সংস্থাটি ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছে।

স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনে কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্স-এর দৃঢ় সমর্থন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে সেখানে মানবিক ও ত্রাণ সহায়তার প্রবেশ এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্স শেখ মিশাল আল-আহমাদ আল-সাবাহ। গত মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) কুয়েত আইনসভার অধিবেশনে তিনি ফিলিস্তিন ইস্যুতে কুয়েতের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরে বলেন, 'কুয়েতের সরকার ও জনগণ ফিলিস্তিনি অঞ্চলে, বিশেষত গাজা উপত্যকায় সংঘটিত রক্তাক্ত ঘটনাগুলোর নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।' তিনি আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ফিলিস্তিন সমস্যার ন্যায্য ও ব্যাপক সমাধানের পক্ষে কুয়েতের দৃঢ় সমর্থনের কথা তুলে ধরেন।
এর আগে গত ২৯ অক্টোবর আরব শান্তি উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক প্রস্তাব অনুসারে ১৯৬৭ সালের ৪ জুনের সীমারেখায় স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠন ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে দৃঢ় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ সালিম আবদুল্লাহ আল-জাবির আল-সাবাহ।

তিনি বলেন, 'স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কুয়েত ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার বিপক্ষে। এটি কুয়েতের স্পষ্ট অবস্থান, যা থেকে কুয়েত সরকার কখনো সামান্য পরিমাণও সরে দাঁড়ায়নি।'
ফিলিস্তিন ইস্যুতে কুয়েতের অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, 'গাজায় চলমান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে কুয়েতের তিনটি দাবি রয়েছে। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি দেওয়া, গাজায় সাহায্য পাঠানো এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ও চূড়ান্ত সমাধান সম্পন্ন করা। আমরা চলমান সহিংসতা ভবিষ্যতেও দেখব। তাই আমরা এর ন্যায্য সমাধানের দাবি জানাচ্ছি। আর তা হলো, ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করা।'
ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গাজায় ২৩ দিন ধরে চলমান এই যুদ্ধ প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ।
এটি সম্মিলিত হামলা ও যুদ্ধাপরাধের শামিল। তা কোনো আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ নয়। তিন হাজারেরও বেশি শিশুকে হত্যার পরও তা কিভাবে আত্মরক্ষামূলক থাকে? আমরা এই বীভৎস নৃশংস হত্যাযজ্ঞের অবসান চাই।'
গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের নৃশংস হত্যাযজ্ঞে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা। ২৩ দিন ধরে হামাসের সঙ্গে চলমান এই যুদ্ধে গাজায় সাত হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে, যার অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু। দীর্ঘ তিন সপ্তাহ পর গত ২৭ অক্টোবর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ১২০ দেশের ভোটে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হয়। এই যুদ্ধে গাজায় আট হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়, যার মধ্যে রয়েছে তিন হাজারের বেশি শিশু। আর ইসরায়েলের এক হাজার ৪০০ জনের বেশি নিহত হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে কঠোর অবস্থানে আমেরিকান মুসলিমরা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ বন্ধের দাবিতে কঠোর কর্মসূচি নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকরা। তাঁরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। গত ১ নভেম্বর ফেডারেল কোর্ট হাউসের সামনে অনুষ্ঠিত অবস্থান কর্মসূচিতে দেশটির ন্যাশনাল মুসলিম ডেমোক্রেটিক কাউন্সিলের সদস্যরা এ আহ্বান জানান। এতে যুদ্ধবিরতির বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া না হলে বাইডেনের পক্ষে ভোট না দেওয়ার কথা বলা হয়।
কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস মিনেসোটা শাখার নির্বাহী পরিচালক জয়নাল হুসেন বলেন, মুসলিমরা ঐতিহাসিকভাবে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে দ্বিধাহীনভাবে ভোট দিয়েছেন। তবে এখন ৫০ হাজারেরও বেশি মুসলিম ভোটার বাইডেনকে ভোট দেবেন না। এমনকি অনেক অমুসলিমও তাঁকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধশতাধিক মুসলিম নেতা আগামী নির্বাচনে বাইডেনকে ভোট না দেওয়ার আহ্বানে যোগ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান, ওহাইও ও পেনসিলভানিয়া সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্য। মূলত এসব অঙ্গরাজ্যের ফলাফলের ওপর ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনের ফল নির্ভর করে। এখানকার মুসলিম নেতারা ইসরায়েলি আগ্রাসন সমর্থনকারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মুসলিম ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ করার ঘোষণা দেন। তাঁরা '২০২৩ যুদ্ধবিরতির আলটিমেটাম' শিরোনামের খোলা চিঠিতে ওই সব প্রার্থীকে সমর্থন বা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।
মুসলিম আমেরিকান নাগরিক গোষ্ঠী এমগেজের তথ্য অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০ সালের নির্বাচনে ১.১ মিলিয়ন মুসলিম ভোট দিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এক্সিট পোল সূত্রে জানা যায়, ৬৪ শতাংশ মুসলিম বাইডেন এবং ৩৫ শতাংশ তাঁর প্রতিপক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে। আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউটের তথ্য মতে, ৩.৭ মিলিয়ন আমেরিকান আরব দেশগুলোর সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। গত ৩১ অক্টোবর সংস্থাটির প্রকাশিত ভোটের ফলাফল থেকে জানা যায়, বাইডেনের পক্ষে তাদের সমর্থন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

গাজা সিটি ঘিরে ফেলার দাবি ইসরায়েলি বাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: হামাসের নিয়ন্ত্রণে থাকা গাজা সিটি চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলার দাবি করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের দাবি, এখন সেখানে চূড়ান্ত অভিযান চালানো সময়ের ব্যাপার মাত্র।
বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র দানিয়েল হাগারি সাংবাদিকদের বলেন, ইসরায়েলি সেনারা গাজা সিটি ঘিরে ফেলার কাজ পুরোপুরি শেষ করেছে। এ শহরকে হামাসের কেন্দ্র বিবেচনা করা হয়।
তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। গত শুক্রবার থেকে সেখানে শুরু হয়েছে ইসরায়েলি স্থল অভিযান। ইসরায়েলি হামলা-অভিযানের মুখে গাজায় ৯ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ গেছে।
গাজায় অভিযান বন্ধ করা ও যুদ্ধবিরতির জন্য ইসরায়েলকে চাপ দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। এ বিষয়ে দানিয়েল হাগারি বলেন, আপাতত যুদ্ধবিরতির কোনো পরিকল্পনা আলোচনার টেবিলে নেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানে মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২৭ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইরানের উত্তরাঞ্চলের একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ১২ জন।
বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দিবাগত রাতে ইরানের রাজধানী তেহরানের গিলান প্রদেশে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, আগুনে হতাহতদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।
ইরানের গিলান প্রদেশের প্রধান বিচারপতি ইসমাইল সাদেঘী বলেন, অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত হচ্ছে।
স্থানীয় বার্তা সংস্থা ইসনা এ দুর্ঘটনার কয়েকটি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছে। সেখানে দেখা যায়, আগুনে রাতের আকাশকে আলোকিত হয়ে আছে।
এর আগে ২০১৭ সালে ইরানে একটি ১৫ তলা ভবনে ভয়াবহ আগুন লাগে। এতে ফায়ার সার্ভিসের ১৫ কর্মীসহ অন্তত ২২ জন নিহত হন।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষায় নিষেধাজ্ঞা চুক্তি থেকে সরে গেলো রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: মহাবিধ্বংসী পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষায় নিষেধাজ্ঞা চুক্তি থেকে পুরোপুরিভাবে সরে গেছে রাশিয়া। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই বিষয়ে আনা একটি আইনে স্বাক্ষর করেছেন। রাশিয়ার অভিযোগ, এই আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র টালবাহানা করছিল। সেজন্যই তারা এই আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে সরে এসেছে। গত মাসে রাশিয়ার পার্লামেন্ট এই চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২০	৫.৪২
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২২	
মাগরিব	৫.০৩	
এশা	৬.১৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

হিজবুল্লাহকে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র দেবে ওয়াগনার গ্রুপ

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান তীব্র লড়াইয়ের মধ্যে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে অত্যাধুনিক অস্ত্র দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে রুশ ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনার গ্রুপ। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) মার্কিন গোয়েন্দাদের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের সমর্থনকারী দল হিজবুল্লাহকে এসএ-২২ ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার জন্য আলোচনা চালাচ্ছে ওয়াগনার। ইসরায়েলের বিমান হামলা ঠেকাতে এ অস্ত্র আনতে চাইছে হিজবুল্লাহ। ওয়াগনার ও হিজবুল্লাহ'র এ আলোচনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে মার্কিন কর্মকর্তারা।
এসএ-২২ ক্ষেপণাস্ত্রটি প্যান্টসার-এস১ নামেও পরিচিত। এটি রাশিয়ায় তৈরি একটি এয়ার-টু-সার্ফেস মিসাইল। এ ক্ষেপণাস্ত্রটি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও ব্যবহার করেছে রাশিয়া।
ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই লেবানন বর্ডারে ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে হিজবুল্লাহ।
মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, এসএ-২২ ক্ষেপণাস্ত্রটি এখনও পায়নি হিজবুল্লাহ। এই অস্ত্রটি পেতে সিরিয়ায় ওয়াগনার ও হিজবুল্লাহ'র প্রতিনিধি দল আলোচনা চালাচ্ছে। তবে এ নিয়ে রাশিয়ার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

প্রথম নারী প্রধান পেলো মার্কিন নৌবাহিনী

আপনজন ডেস্ক: প্রথম নারী প্রধান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে চলেছেন লিসা ফ্র্যানকেতি। মার্কিন সিনেট লিসাকে নৌবাহিনীর প্রধান করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী, যিনি জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ হিসাবে কাজ করবেন। তাকে চিফ অব নেভাল স্টাফ করার জন্য সিনেটে ভোটাভুটিও হয়। লিসার পক্ষে ৯৫টি ও বিপক্ষে একটি ভোট পড়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবশ্য গত জুলাই মাসে লিসাকে নৌ-বাহিনীর প্রধান করতে চেয়েছিলেন।

সিয়ারানের তাণ্ডবে পশ্চিম ইউরোপে ১২ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম ইউরোপে শক্তিশালী ঝড় সিয়ারানের আঘাতে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে বহু ফ্লাইট ও রেলওয়ের যাবতীয় সূচী।
ইতালীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঝড়ে টাসকানি অঞ্চলে কমপক্ষে পাঁচজন মারা গেছেন। নিহত পাঁচজনের মধ্যে ৮৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি রয়েছেন। ওই এলাকায় রেকর্ড বৃষ্টিপাতের কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।
বন্যায় বেশিরভাগই প্রাণ হারিয়েছেন ঝড়ো বাতাসে ভেঙে গাছের নিচে চাপা পড়ে। বেলজিয়ামের ঘেন্ট শহরে পাঁচ বছর বয়সী এক বালক এবং ৬৪ বছর বয়সী এক নারী ভাঙা ডালপালার নিচে পড়ে মারা গেছেন।
এছাড়া নেদারল্যান্ডসের ভেনরে শহরে এক পুরুষ, স্পেনে একজন নারী এবং জার্মানিতে এক পুরুষ মারা গেছেন। ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ঝড়ের কারণে প্রায় ১২ লাখ মানুষ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।
ফরাসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দেশটির উত্তর-পশ্চিম উপকূলের অগ্রভাগে পয়েন্টে ডু রাজে ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২০৭ কিলোমিটার রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া বন্দর শহর ব্রেস্টে ঘণ্টায় ১৫৬ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে দেখা গেছে।
ঝড়ের কারণে ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে শত শত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমস্টারডামের শিফোল বিমানবন্দরে বাতিল করা হয়েছে ২০০টিরও বেশি ফ্লাইট।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় জাতিসংঘের ৫০টি ভবন ধ্বংস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হানাদার ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় জাতিসংঘের অন্তত ৫০টি ভবন ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে।
শুক্রবার ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা প্রদানকারী জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এক টুইটবার্তায় আনরোয়া জানিয়েছে, 'গত ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর হামলায় আনরোয়ার অন্তত ৫০টি ভবন ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনো কোনো ভবনে সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব ভবন মূলত জাতিসংঘ পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল ও শরণার্থী আশ্রয় কেন্দ্র। বর্তমানে আনরোয়া পরিচালিত শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন অন্তত ৭০ হাজার ফিলিস্তিনি।' বহু বছর ধরে চলে আসা নিপীড়ণ ও গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তপথ ইরেজ সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। ওই দিন শেষ রাত থেকে কয়েক হাজার রকেট ছোড়ার পর বুলডোজার দিয়ে সীমান্ত বেড়া ভেঙ্গে ইসরায়েলে প্রবেশ করে কয়েক শ' হামাস যোদ্ধা এবং শত শত ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার পাশপাশি ২৩৪ জনকে জিম্মি হিসেবে গাজায় ধরে নিয়ে যায়।

প্রথম নজর

ইডেনে ম্যাচ দেখতে স্কুলের ছাত্রাবাস থেকে পালাল ৩ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ভারত বনাম দক্ষিন আফ্রিকার ম্যাচ দেখতে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে পালালো তিন ছাত্র। বৃহস্পতিবার সন্ধে বেলায় ছাত্রাবাসের পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায় ওই তিন পড়ুয়া। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গোয়ালপোখর থানার লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও এখনও তাদের সন্ধান মেলেনি। এই ঘটনায় ছাত্রের পরিবারগুলি উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। নিখোঁজ ছাত্রদের পরিবারের তরফ থেকে এই ঘটনার জন্য বিদ্যালয় কতৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, গোয়ালপোখর থানার গোয়াগাঁও গ্রামের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের তিন ছাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধে বেলায় পালিয়ে যায়। এই বিদ্যালয়ে গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া ব্লকের বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করে। চাকুলিয়া দুই জন তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র এবং গোয়ালপোখরের একজন পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্র বিশ্বকাপ ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেলা দেখতেই ওই তিন ছাত্র পালিয়ে যায় বলে বিদ্যালয় কতৃপক্ষ মনে করছেন। আগামী ৫ নভেম্বর কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারত -দক্ষিন আফ্রিকার মুখোমুখি হবে। এই আশায় বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রাবাসের প্রাচীর টপকে তিন ছাত্র পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পরই তারা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পলাতক ছাত্রদের সন্ধান না পেয়ে গোয়ালপোখর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে ছাত্র পালিয়ে যাবার ঘটনায় উদ্বিগ্ন ছাত্রদের পরিবার। তিন ছাত্র নিখোঁজের ঘটনায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই তারা দায়ী করছেন।

স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদ বামেদের

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: শুক্রবার হুগলী৷ জেলার চণ্ডীতলার জঙ্গলেপাড়া ইলেকট্রিক অফিসে স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদে সি আই টি ইউ, কৃষক সভা ও খেতমজুর ইউনিয়ন চন্ডীতলা ১ ব্লক কমিটির বিক্ষোভ সভা ও ডেপুটেশন দেয়। এই দিনের ডেপুটেশন উপলক্ষে সভায় সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথ ঘোষ। বক্তব্য রাখেন অশোক নিয়োগী, সুদীপ্ত সরকার,সোমনাথ ঘোষ,প্রনব দাস ও আজিম আলী। প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নমানের দ্রব্যে রাস্তা তৈরি করার অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। সেই রাস্তা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করার অভিযোগ। বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ আটকালেন বাসিন্দারা। ঘটনাটি বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ব্লকের কেলিয়াপাথর মোড়ের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন রানীবাঁধের বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। রানীবাঁধ ব্লকের রাজাকাটা পঞ্চায়েতের কেলিয়াপাথর মোড় থেকে রাজাকাটা চৌধুরীপাড়া পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা প্রথশ্রী প্রকল্পে পিচ ঢেলে রাস্তা পাকা করার কাজ চলছিল। দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নতুন ভাবে তৈরি করার কাজ শুরু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে খুশি হয়েছিলেন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী রাজাকাটা, খেড়িয়াশাই, কাশীডাঙ্গা, বিরখাম, কামারখুলি সহ নয় দলটি গ্রামের বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তা তৈরিতে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টি বারবার মৌখিকভাবে বলা হয়েছিল রাস্তা নির্মাণকারী ঠিকাদার থেকে কর্মীদের। অবশেষে গতকাল কেলিয়াপাথর মোড়ের নিকটে ওই রাস্তার ওপর বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজ আটকে দেন বাসিন্দারা। খবর পেয়ে গতকালই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন রানীবাঁধের বিডিও শিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও রানীবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভীমসেন মন্ডল। বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে আজ দেখা করতে বলেন বিডিও। পাশাপাশি বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ ও বন্ধ রাখার কথা বলেন তিনি। সেই মতো আজ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার, বিডিও সহ বাসিন্দারা। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। বাসিন্দারা জানান, আলোচনা শেষে বিডিও বলেছেন একটি অভিযোগ পত্র ব্লক প্রশাসনের নিকট জমা করতে। বাসিন্দাদের দাবি, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজ করা চলবে না। অবিলম্বে সঠিক সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা রানীবাঁধ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি চিত্তরঞ্জন মাহাতো জানান, আমরা চাই সঠিক সামগ্রী ব্যবহার করে নিয়ম মেনে রাস্তা তৈরি করা হোক।

রাণীনগর ২ সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গঠিত নির্বিঘ্নে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় বহুচর্চিত রানিনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নির্বাচন শেষ হল শুক্রবার। রানিনগর ২ ব্লক প্রশাসনের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতির হল ঘরে ন'টি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন হয় এদিন।ন'টি কমিটির মধ্যে ন'টিতেই কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছে স্থায়ী সমিতির তৃণমূল সদস্যদের মধ্যে থেকেই । কংগ্রেস ছেড়ে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া তিন সদস্য পেয়েছেন পূর্ত , জনস্বাস্থ্য ,খাদ্য সরাবহের দায়িত্ব। পূর্ত ও পরিবেশের দায়িত্ব পেয়েছেন ফরিদা বিবি। খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উর্মিলা খাতুনকে। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন হানিফ শেখকে। এরা তিনজনই কংগ্রেসের টিকিটে জয়লাভ করে স্থায়ী সমিতির নির্বাচনের আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। এদিকে কৃষি, সেচ ও সমবায়ের দায়িত্ব পেয়েছেন রেহেনা বিবি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন অপেয়া ফেরদৌস । বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন মোমিনা বিবি । নারী ও শিশু কল্যাণ সমিতিতে অসিমা মন্ডলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র শিল্প ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন মোস্তাফিজুল ইসলাম। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব পেয়েছেন আনন্দ মন্ডল।

এনিয়ে রানিনগর ২ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মিজান হাসান বলেন , কংগ্রেসের লোকেরা ভেবেছিল কেস করে স্থায়ী সমিতির নির্বাচন আটকে দেবে , কিন্তু হাইকোর্ট না ওরা যদি আমেরিকার কোনও কোর্টে মামলা করে তারপরেও জিততে পারবে না। আজ স্থায়ী সমিতির ন'টা বিভাগীয় কমিটির মাথায় তৃণমূল কংগ্রেসের ন'জন যোগ্য ব্যাক্তিকে দায়িত্ব নির্বাচন করা হল। আগামী পাঁচ বছরে তাদেরকে নিয়ে আমরা দেখিয়ে দেব ব্লকে উন্নয়ন কাকে বলে। পাল্টা রানিনগর ২ ব্লক কংগ্রেস সভানেত্রী মমতাজ বেগম হীরা বলেন , কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হওয়া সদস্যদের প্রলোভন দেখিয়ে তৃণমূলে যোগদান করিয়ে তাদের কর্মাধ্যক্ষ পদ উপহার দেওয়া হল । সমস্ত কিছু মানুষ দেখছে ,মানুষ আমাদের পাশে আছে। সঠিক সময়ে মানুষ এদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে ।

গাজায় গণহত্যা বন্ধে কলকাতায় মিছিলে অগণিত মানুষ পা মেলালেন, গর্জে উঠলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি লাগু করে নিরীহ মানুষের মৃত্যুমিছিল বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হল কলকাতা। 'ফ্রেন্ডস অফ প্যালেস্টাইন' ফোরামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদিন জুম্মার নামাযের পর টিপু সুলতান মসজিদের কাছ থেকে বিশাল ঐতিহাসিক পদযাত্রা বের হয়। শিশু, নারী, পুরুষ মিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার শান্তিকামী মানুষ শামিল হন ও পদযাত্রায় পা মেলান। প্রতিবাদী মিছিল মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গিয়ে মিলিত হয় এবং সেখানে সমাবেশ হয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন একযোগে এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আয়োজন করে। সমাবেশ থেকে এক প্রতিনিধি দল পার্কস্ট্রিটে অবস্থিত মার্কিন কনসুলেটে গিয়ে গাজায় একতরফা ইজরায়েলি যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসেন।

এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান, মানবাধিকার কর্মী ও বন্দিমুক্তি আন্দোলনের নেতা ছোটন দাস, বিশপ অলোক মুখার্জি, বেলুড় মঠের স্বামী পরমানন্দ গিরি মহারাজ, মজলিসে মুশাওয়ারাত ও মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদের আব্দুল আজীজ, সোহন সিং আতিয়ানা, ইমামে ঈদায়েন ক্বারী ফজলুর রহমান, জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান, খিলাফত কমিটির পক্ষে নাসির আহমেদ, শাকীল আহমেদ-সহ বহু বিশিষ্টজন। সঞ্চালনা করেন শাদাব মাসুম।

তাঁরা সকলেই যুদ্ধবিরতি ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোর পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। মন্ত্রী জাভেদ খান বলেন, ইজরায়েলকে জব্দ করতে হলে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও নামাযে দুয়ার পাশাপাশি ইজরায়েলী পণ্যসামগ্রী বয়কট করতে হবে। নারী, শিশুদের কী অপরাধ, কেন তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে - সে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, আফসোস নরেন্দ্র মোদির ভ্রান্ত বিদেশনীতির কারণে ভারত রাষ্ট্রসংঘে ভোটদানে বিরত থেকেছে। তবুও আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব হল আওয়াজ ওঠানো।

জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান বলেন, বিশ্বের যেখানেই অন্যায় হয়েছে এই কলকাতা সর্বদাই তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। এখানে নেলসন ম্যান্ডেলা এসেছেন, ইয়াসের আরাফাত এসেছেন। এটাই কলকাতার ঐতিহ্য পরম্পরা। ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধাপরাধ করছে, চরম মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে, অকাতরে ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা চালাচ্ছে। ইমামে ঈদায়েন ক্বারী ফজলুর রহমান বলেন, আল্লাহ ফিলিস্তিনিদের রক্ত, জান ও মালের কুরবানী, তাদের শাহাদাত কবুল করুন। হামাস ইজরায়েলের গর্ব, দর্প সব চূর্ণ করে দিয়েছে। আব্দুল আজীজ বলেন, হামাস সন্ত্রাসী নয়, তারা স্বাধীনতা সংগ্রামী।

সোহন সিং বলেন, যুদ্ধের একমাত্র কারণ হল অস্ত্র ব্যবসা। এটাই পশ্চিমাদের পুঁজি। আর মার্কিন সমরাস্ত্র বা আর্মস-লবিকে নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদিরা। খিলাফত কমিটির নাসির আহমেদ বলেন, ফিলিস্তিনকে সমর্থন দিতে মুসলিম হওয়ার প্রয়োজন নেই, বিবেকবান মানুষ হলেই যথেষ্ট। তিনি বলেন, ইজরায়েল সুপার পাওয়ার নয়; তারা কাপুরুষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনে শান্তি ফেরানোর দাবিতে পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতলা

আপনজন: শুক্রবারবিকালে আমতলা এলাকার সাধারণ জনগণ ফিলিস্তিনের শান্তি ফেরানোর উদ্দেশ্যে এক পথসভার আয়োজন করেন। উক্ত পথসভায় মূলত তাদের দাবি ছিল ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের উপরে যে অমানবিক অত্যাচার করছে ইসরাইল সেনারা তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা ও শান্তি ফেরানর আহবান করা । আমতলা চক এনায়েতপুরের ইমাম সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় ৩০ হাজারের অধিক মানুষ সমবেত হয়ে কয়েক ঘন্টার যান চলাচল অবরুদ্ধ করে রাখেন। যদিও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা যথাযথ রাখার তারা সম্পূর্ণ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

নয়া মিশনের সূচনা ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের দুর্গাপুর অঞ্চলের দামুজালী গ্রামে বুধবার রহমানিয়া ন্যাশনাল মিশন-র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী। রহমানিয়া ন্যাশনাল মিশন -এর সম্পাদক শিক্ষক মীর মহম্মদ আব্দুল্লাহ জানান, ৩ বিঘা জমির উপর গড়ে উঠবে আবাসিক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০২৫ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ধর্মীয় তথা নৈতিক মূল্যবোধের উপর বিশেষ তাগিদ দেবে প্রতিষ্ঠান টি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বর্নালি গায়েন, উপপ্রধান রফিকুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডা. আব্দুর রশিদ মোল্লা, চিকিৎসক আব্দুল আজিজ প্রমুখ। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন এলাকার শিক্ষা সংগঠক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীরা। স্থানীয় তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সওকাত মোল্লা বিশেষ কারণে এদিন উপস্থিত হতে পারেননি। এদিনের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁকে সহযোগীতা করেন মোস্তাজুল শেখ।

সরকারি ডাকবাংলো পরিত্যক্ত মদের বোতলে ভাগাড়ে পরিণত

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন:জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ধূপগুড়ির সরকারি ইন্সপেকশন ডাক বাংলো এক নজরে দেখলে বোঝা দায় গদি খানা নাকি ভাগাড় খানা! কারণ বাংলো চত্বর জুড়ে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মদের বোতল এমন কি অফিস ঘরের সামনে মরে পড়ে রয়েছে বাছুর। নজরদারি নেই জেলা পরিষদ আধিকারিক থেকে দেখভালের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের। প্রশ্নের মুখে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ভূমিকা।

এই সরকারি জেলা পরিষদ বাংলোর ভেতরে রয়েছে জেলা পরিষদ সভাধিপতির আরাম করার জন্য ঘর। শুধু তাই নয় কখনো কোন জরুরী বৈঠক করা দরকার হলে এই বাংলোতে ব্যবহার করা হবে তাই এই ইন্সপেকশন বাংলো তৈরি করা হয়েছিল। এর আগে বাইরে থেকে লোক ঢুকে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিলো এমনকি একাধিকবার চুরির ঘটনাও ঘটেছে তার পরেও নেওয়া হয়নি কোনো পদক্ষেপ। জেলা পরিষদ ইন্সপেকশন বাংলোর প্রাচীর তিন পাশে ভাঙ্গা। ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে বাংলোর মুল গেট। নেই নজরদারি নেই নৈশ প্রহরি। তাই বহিরাগত সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণ সকারি ইন্সপেকশন বাংলোর ভেতরে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যাবসায়ীদের। রাত হলেই বসে মদের আসর। নৈশ প্রহরী না থাকার সুযোগে। সব জেনেও নীরব জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। নজরদারি না থাকায় অভিভাবকহীন অবস্থা জেলা পরিষদ ইন্সপেকশন বাংলোর। কতদিনে হুশ ফিরবে সরকারি কর্তাদের কিংবা আবারও বহাল তবিয়তে ফিরবে ডাক বাংলো চত্বর সেদিকেই মুখিয়ে আছেন এলাকাবাসী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। ধূপগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দেবাশীষ দত্ত বলেন, কিছুদিন আগেও দেখেছি ডাকবাংলোতে একজন আত্মহত্যা করেছিলো। প্রায়ই মদের আসর বসে। একপ্রকার ভাটিখানায় পরিনত হয়েছে ডাকবাংলো চত্বর। সরকারী কর্মীরা যারা দেখভালের দায়িত্ব আছে তারা তাদের ঠিকভাবে পালন করছেনা। আমরা চাই দ্রুত ডাকবাংলোয় সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী হউক আর বহাল তবিয়তে ফিরে আসুক।

ডাকবাংলোর বেহাল অবস্থা নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের বিঁধেছে বিজেপি। বিজেপির ধূপগুড়ি বিধানসভার কনভেনার চন্দন দত্ত বলেন, জেলাপরিষদ শুধু রাজস্ব আদায়ের বেলা রয়েছে। জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণ নেই। ধূপগুড়ির ডাকবাংলোর একই অবস্থা।

তৃণমূলের সভা থেকেই প্রস্তুতি লোকসভার

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই শুরু হলো আগামী লোক সভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব। শুক্রবার বিকেলে নলহাটির একটি অনুষ্ঠান ভবনে নলহাটি ১ নং ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শতাব্দি রায়, বীরভূম জেলার পরিষদের সভাধিপতি ওরফে কাজল শেখ, ত্রিদিব ভট্টাচার্য, নলহাটির বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং প্রমুখ। শতাব্দীরায় বলেন, আগামী লোক সভার জন্য সকলে তৈরি থাকুন। যদি কোন ঘাটতি থাকে সেগুলো মিটিয়ে কাজ করুন। আগামী দীপাবলির পর রাজ্য নেতৃত্বর তরফ থেকে নির্দেশিকা দেওয়া হবে। সেই ভাবে আমরা এগিয়ে যাবো। একই ভাবে কাজল শেখ বলেন, লোক সভায় বীরভূম জেলার দু'টি আসনেই তৃণমূল জয়লাভ করবে।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য নির্লজ্জ: সামিরুল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বেহায়া নির্লজ্জ উপাচার্যের জন্য শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের আসার সংখ্যা কমে গেছে। ফলক বিতর্কে শান্তিনিকেতনে তৃণমূলের অস্থায়ী ধর্না মঞ্চে হাজির হয়ে বললেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শান্তিনিকেতনে চলছে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ। শান্তিনিকেতন হস্তশিল্প সমিতির মার্কেটের সামনে তৃণমূলের এই ধর্না শুক্রবার অষ্টম দিন। এদিন অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে শামিল হয়েছিলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ তথা বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চে সভাপতি সামিরুল ইসলাম। এদিন সামিরুল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য নির্লজ্জ বেহায়া। বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর আমলে শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের আসার সংখ্যা কমে গেছে। শান্তিনিকেতন বাঙালির গর্বের স্থান। যে মাটিতে দুটি নোবেল জয়ী কে পেয়েছি আমরা। উপাচার্য শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা ও বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছে। এই উৎসব গুলি বাঙালির কৃষ্টি-কালচার এর মধ্যে পড়ে। যা ধ্বংস করছে উপাচার্য বিদ্যুৎ। পাশাপাশি এই উৎসব বন্ধ করে বোলপুর শান্তিনিকেতন তথা বীরভূম জেলার মানুষের পেটে লাথি মেরেছে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তাই সবাই মিলে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসুন।

বিডিও-বিধায়ক সৌজন্যতা

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর এক নম্বর ব্লকে নতুন বিডিও দ্বায়িত্ব পেলেন পূর্ণেন্দু স্যানাল। একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিগন উপস্থিতে বিদায় সংবর্ধনা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাসকে। ওই স্থান শূন্য থাকায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যথার্থ সময়ের মধ্যে নতুন বিডিও জয়নগর ১ নং ব্লকে পূর্ণেন্দু স্যানাল জয়েন করেন।

পুরাতনকে পিছনে রেখে নতুনকে সামনে নিয়ে পথচলার পথ শুরু করার জন্য পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস ও বারুইপুর ব্লক সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল এবং প্রাক্তন শিক্ষাকর্মদক্ষ ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সন্তোষ কুমার নস্কর, সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণ।

খণ্ডঘোষের বিডিওকে সংবর্ধনা প্রেসক্লাবের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খণ্ডঘোষ

আপনজন: দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাব দক্ষিণ দামোদর তথা রায়না খণ্ডঘোষ মাধবদিহির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সংবাদ পরিবেশন করে থাকে । খবর পরিবেশন ছাড়াও দক্ষিণ দামোদরে কৃষ্টি কালচার ইতিহাস ঐতিহ্য জেলা রাজ্য তথা দেশবাসীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এই এলাকায় যারা প্রশাসনিক দপ্তরের আধিকারিকরা যোগদান করেন বা বদলি হয়ে যান তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকে এই প্রেসক্লাব । কয়েকদিন আগে খন্ডঘোষের বিডিও সত্যজিৎ কুমার বদলি হয়ে শিলিগুড়িতে ডিএম ডিসি হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিডিও সত্যজিৎ কুমার এর জায়গায় খন্ডঘোষ ব্লকের নতুন বিডিও অভিক কুমার ব্যানার্জি যোগদান করেছেন। এই নতুন বিডিও কে সংবর্ধনা দেওয়া হল দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে।উল্লেখ্য অভীক বাবু এর আগে পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জ ব্লকের বিডিও ছিলেন। শুক্রবার দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ মণ্ডল সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা হাজির হয়ে অভীক বাবুর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

জঙ্গিপুরে আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জঙ্গিপুর

আপনজন: আবারও খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক, আক্রান্ত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। অতর্কিত হামলা চালিয়ে শ্বাসরোধ করে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ অ্যাডভান্স জঙ্গিপুর নিউজের সম্পাদক আব্দুস সামাদকে। গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি। আক্রমণকারী দুষ্কৃতীর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের থানায়। জানা যায় গত বুধবার উদ্বোধন হয়েছে জঙ্গিপুর প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের।

খেলার দ্বিতীয় দিন বৃহস্পতিবার খেলাকে কেন্দ্র করে খেলার রেফারি ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় বাক বিতন্ডা শুরু হয় আক্রমণকারী দুষ্কৃতি ও তার দলবলের সঙ্গে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সেই মুহূর্তের ফুটেজ কভারেজ করছিলেন সাংবাদিক আব্দুস সামাদ, আর সেই ফুটেজ কভারেজ করায় অতর্কিত ভাবে চড়াও হয় । শ্বাসরোধ করে প্রাণে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ,মারতে থাকে কিল ঘুষি। জানা যাচ্ছে প্রধান আক্রমণকারীর নাম রাজু শেখ ওরফে রাজ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে তেঘরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে পরবর্তীতে রেফার করা হয় জঙ্গিপুর মহাকুমা হসপিটালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা রত অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন।

প্রথম নজর

নেই সেতু, খালের উপর সরু সাঁকো দিয়ে চলছে নিত্য ঝুঁকির যাতায়াত

ওবায়দুল্লা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: নেই সেতু, তাইগ্রামবাসীদের উদ্যোগে খালের উপর সরু সাঁকো তৈরী করে চলছে নিত্যদিন ঝুঁকির যাতায়াত। এরই জেরে বিপাকে মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার ধনপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত ও মগরাহাট পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ। জানা যায়, মগরাহাটের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাতোলা,ঘোষের চক, কাঁটাপুকুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদেরকে মূল রাস্তা দিয়ে যেতে হলে মগরাহাট খালের উপর দিয়ে যেতে হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি কংক্রিটের ব্রিজ করা হয়েছিল খালের উপর তা গত কয়েক বছর আগে ভেঙে যায়। এরপরেই একটি কাঠের সেতুও করা হয়। কাঠের সেতুটি গত ৬ মাস আগে ভেঙ্গে পড়ে। এরপরে মূল রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায় গ্রামবাসীদের। একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় গ্রামবাসীরা নিজেরাই যাতায়াতের জন্য খালের উপর একটি সরু সাঁকো তৈরি করেন। যার উপর দিয়ে শুধুমাত্র ঝুঁকি নিয়ে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারেন এলাকার বাসিন্দারা।

গ্রামের ছাত্র ছাত্রীরা যেমন স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়েন তেমনি অসুস্থ রোগীদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে ভীষণ বেগ পেতে হয়। আর এভাবেই চলছে যাতায়াত। অবশ্য এই ঘটনায় স্থানীয় সিপি আইএম নেতা চন্দন সাহা বলেন, সেতু তৈরির দাবী জানিয়ে একাধিক বার ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই ফলেই দুর্ভোগে রয়েছে এলাকার বাসিন্দারা। অবশ্যই এলাকার বিধায়ক নমিতা সাহা বলেন, মগরাহাট এলাকা চারিপাশে খাল দিয়ে ঘেরা অনেক ব্রীজের কাজ হয়েছে এবং যে সমস্ত ব্রিজ খারাপ অবস্থায় রয়েছে সেগুলিও দ্রুততার সাথে কাজ করা হবে। অবশ্য এলাকার বাসিন্দাদের প্রশ্ন কবে হবে সেতু তৈরির কাজ? সে উত্তর কারো জানা নেই।

গাজায় শিশু গণহত্যার প্রতিবাদে ধিক্কার সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: ফিলিস্তিনের গাজায় হাজার হাজার শিশু ও নারী হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্রভবনে প্রায় হাজার খানেক শিশু ও অভিভাবক অভিভাবিকা ধিক্কার জানাল। দোয়ার মজলিসের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ নয়, শান্তি কামনা করা হয়। উল্লেখ্য,এদিন ছিল সরিষা হাটের কাছে অবস্থিত মডেল মুস্তফা মিশনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। ইসলামিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। তার মধ্যে সভায় এক দোয়ার মজলিশে ধিক্কার জানানো হয় শিশুদের হত্যার প্রতিবাদে। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা এম তাহেরুল হক। উপস্থিত ছিলেন মডেল মুস্তফা মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল ইসলাম, সম্পাদক তোফায়েল ইবনে মিরাজ, ডা. শামীম আহমেদ, শিক্ষক ও সাংবাদিক আজিজুল হক প্রমূখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক আমির হোসেন লস্কর। “আমিরুল মুমিনিন’নাটকটির মধ্যে দিয়ে জাকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা তৃণমূলের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: শুক্রবার রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের সমস্ত তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় তারাপীঠের তারাপুর মাঠে । বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাটের বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ডঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, আই এন টি টি ইউ সি র জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য, হাঁসন বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার অশোক চট্টোপাধ্যায়, রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সুকুমার মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীবৃন্দ। মঞ্চে উপস্থিত নেতৃত্ব এদিন বিজয়া সম্মিলনীর সভা থেকেই ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিগত পঞ্চায়েত ভোটের ন্যায় দলীয় কর্মীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন। এদিনের সভায় রামপুরহাট দুই নম্বর ব্লকের সমস্ত অঞ্চল সভাপতি এবং ব্লক স্তরের নেতাদেরকে কড়া বার্তা দেন দলের মধ্যে থেকে কোনরকম দলবিরোধী কার্যকলাপ এবং বিবাদ বরদাস্ত করা যাবে না প্রয়োজনে জেলা নেতৃত্ব তথা কোর কমিটি তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত বিজয়া সম্মিলনী পালন করা হবে।

গণতান্ত্রিক দেশ গড়তে বিজেপিকে সরানোর ডাক দিলেন ইয়েচুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ৩ নভেম্বর থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তিন দিনব্যাপী বর্ধিত অধিবেশন পার্টির হাওড়া জেলা কমিটির দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনে আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে বর্ধিত অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অধিবেশনের সূচনা করেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। সেখানে তিনি বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন মহ: সেলিম সহ পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সীতারাম ইয়েচুরি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তৃণমূল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস একটি অ্যান্টি ডেমোক্রেটিক এক্টিভিটি পার্টি। এই দলটি বিজেপির বিকল্প কোন সময়ই ছিলনা, হতে পারবেও না। পলিটিকাল আইডোলজিক্যাল প্রজেক্ট রয়েছে আরএসএস এবং বিজেপির মধ্যে। এদের হারাতে গেলে বিকল্প পলিটিকাল আইডিওলজিক্যাল চিন্তাধারা থাকার প্রয়োজন। তৃণমূল কংগ্রেস আগেও এনডিএ’র সহযোগী ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূল যদি অন্যান্য দলের মতো ইন্ডিয়া জোটে আসে বিজেপিকে হারানোর জন্য তাহলে ঠিক আছে। এতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলায় বিজেপির বিকল্প হল বামফ্রন্ট ও তার সহযোগী দল। তৃণমূল কোনমতেই বিকল্প হতে পারে না। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি ভরসা প্রসঙ্গে ইয়েচুরি বলেন, আমাদের সঙ্গে কতদিন থাকবে না বা না থাকবে তার জবাব দেবে জনতা। যখন এখন বলছে লড়াই করতে চাই তখন করুক। কোথায় কতদিন থাকবে তা ওরাই বলতে পারবে। মহুয়া মৈত্রের ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে ইয়েচুরি বলেন, দশ বছরের বেশি সময় ধরে আমি রাজ্যসভার এথিক্স কমিটির সদস্য ছিলাম। চার পাঁচবার ছাড়া কখনও এথিক্স কমিটিতে আসেনি। কোথাও এত তাড়াতাড়ি আসা হয় না। এখানে অভিযোগ পাওয়ার পরই এত তাড়াতাড়ি এথিক্স কমিটির দুটি বৈঠক হলো এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। এটা দেখে হাসিও লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম না এত তাড়াহুড়ো কেন করছে।

রাজ্যের মডেল হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ

সারিউল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে চলেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এক নির্দেশিকা অনুযায়ী, দালাল চক্র রুখতে মুর্শিদাবাদে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রপচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আর তারপর থেকে গত চার মাসে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে অর্থপেডিক অস্ত্রপচার দুশো শতাংশ বেড়ে যায়। আর তাই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে অর্থপেডিক অস্ত্রপচার শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালে করানোর জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে মডেল হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে দালালচক্র রুখতে শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালে অর্থপেডিক অস্ত্রপাচার হবে বলে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এক রোগী জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে হাড় ভেঙে যায়, তারপর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যস্বাথী কার্ডে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে আমার অর্থপেডিক অস্ত্রোপচার হয়েছে, এখন আমি সুস্থ।’ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক ডঃ অমিত দাঁ বলেন, ‘মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজকে প্রথমবার সুযোগ দেওয়ায় এবং হাসপাতালে নতুন নতুন অত্যাধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আসায় আমরা সফলতা পেয়েছি। যে রোগী আসছে আমরা তাকে রেফার করছি না, চ্যালেঞ্জ নিয়ে দু-তিনদিনের মধ্যে এখানেই তার অস্ত্রপচার করছেন ডাক্তারবাবুরা।’

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে সিটুর বিক্ষোভ

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: প্রিপেড স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে পুরুলিয়া ডিসট্রিক্ট বিড়ি কারিগর ইউনিয়ন ও সমস্ত শাখা সংগঠন একত্রিত হয়ে শুক্রবার ঝালদা বাঁধাঘাট সিটু অফিস থেকে ঝালদা সাব ডিভিশন ইলেকট্রিক অফিস পর্যন্ত জনস্বার্থ বিরোধী প্রিপেড স্মার্ট মিটার না বসানোর দাবি নিয়ে ও বিদ্যুৎ বিল বাতিলের প্রতিবাদে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয় সিটুর পক্ষ থেকে। এদিন বিক্ষোভ সভা থেকে সিটুর নেতৃত্বরা বলেন, কৃষক আন্দোলনের চাপে বিদ্যুৎ বিল কার্যকর করতে না পেরে কেন্দ্রের জনবিরোধী মোদী সরকার নতুন স্কিম এনেছে তা হল স্মার্ট মিটার। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বেসরকারি ভাবে তুলে দেওয়া। স্মার্ট মিটার চালু হলে আম জনতার নাগালের বাইরে চলে যাবে বিদ্যুতের খরচ। শুধু তাই নয় স্মার্ট মিটারে টাকা ফুরিয়ে গেলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তা কোন মতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাদের দাবী বিদ্যুৎকে মৌলিক অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে তা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকে। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া ডিসট্রিক্ট বিড়ি কারিগর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড ভীম কুমার , সাধারণ সম্পাদক কমরেড সহরই কুমার, ছাত্র নেতৃত্ব কমরেড নারায়ণ মাহাত সহ সি আই টি ইউ এর অন্যান্য নেতৃত্বরা।

অবশিষ্ট ফসল পোড়ানোর প্রতিরোধ দিবস বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জমিতে ধানের নাড়া বা খড় পোড়ালে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হবে আইনি ব্যবস্থা। সতর্ক করছে কৃষি দফতর। যে কোন ফসলের অবশিষ্ট অংশ জমিতে পোড়ানো আইনত নিষিদ্ধ। এরপরও নানা সময় এই দৃশ্য সামনে আসে। এই বিষয়ে জনসমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এদিন রাস্তায় নামে কৃষি দপ্তর। উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বর দিনটি সরকারি ভাবে ফসলের অবশিষ্ট অংশ পোড়ানো প্রতিরোধী দিবস হিসাবে পালন করা হয়। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে এই দিনটি পালন করা হল। এদিন বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে চেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন, বালুরঘাট ব্লক সহ কৃষি আধিকারিক তনয় সাহা, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার সহ আরো অনেকে।জানা গিয়েছে, জমি থেকে ফসল কেটে নেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ পড়ে থাকে। অধিকাংশ কৃষক অসচেতন ভাবে জমিতে পড়ে থাকা ফসলের অবশিষ্ট অংশ আগুনে পুড়িয়ে দেন। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ হয়, পাশাপাশি কৃষিজমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়।

ফিলিস্তিন নিয়ে দোয়া হাড়োয়ার মাদ্রাসায়

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়ার রাধানগর আমিনিয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল মজলিস-এ এবাদেতায়ে কুরআন।” মাদ্রাসা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ এই দুয়ার মজলিসটি।

এদিন ৬ জন পড়ুয়ার মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কোরআন পাঠের সূচনা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরের বিশেষ দুয়ার মজলিসে নিপিড়িত ফিলিস্তিনিদের জন্য মহান আল্লাহর নিকটে দুয়া চাওয়া হয়।

এদিনের বিশেষ দুয়ার মজলিসে অংশ নেন মাদ্রাসা পরিচালক মুফতি আমিনুর রহমান সাহেব, মাওলানা আখের আলি সাহেব, হাফেজ আকবর আলি সাহেব প্রমুখ।

পাঁচ বছর ধরে বন্ধ পঞ্চায়েতের দাতব্য চিকিৎসালয়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: প্রায় পাঁচ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের আইহো দাতব্য চিকিৎসালয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধ স্বাস্থ্য পরিষেবা এমনই অভিযোগ এলাকাবাসী।আইহো অঞ্চলের বাসিন্দাদের অভিযোগ এই দাতব্য চিকিৎসালায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।এখন যে কোন সমস্যা হলে যেতে হয় মালদা নয়তো বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে।এই দাতব্য চিকিৎসালয় থাকাকালীন বেশ পরিষেবা পেতেন আইহো অঞ্চলের বাসিন্দারা।এই চিকিৎসালয়ে ঘরে এখন গড়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের বসবাস,প্রায় পাঁচ বছর আগে থেকে এই দাতব্য চিকিৎসালয় চিকিৎসার সব রকম সুবিধা পেতেন এলাকাবাসী নিয়মিত ডাক্তার বসতেন এই চিকিৎসালয় হসপিটালে বেড়ো ছিলএই চিকিৎসালয়ে। এখন বেহাল অবস্থায় তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে এই দাতব্য চিকিৎসালয়। এলাকাবাসীরা জানান এই চিকিৎসালায় খোলা হলে অনেক উপকৃত হবে এলাকাবাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা আগে বহু দূর দুরান্ত থেকে এই চিকিৎসালায় চিকিৎসা করাতে আসতেন সাধারণ মানুষ, যদিও আস্তে আস্তে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আর এখন দেখা নেই কারোরই চিকিৎসালয় ঘরগুলিও তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে কেউ আবার ঘরগুলি দখল করে নিজের ব্যবহার করছেন। জেলা পরিষদের তরফ থেকে এই দাতব্য চিকিৎসালায় তৈরি করা হয়েছিলো। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি রফিকুল হোসেন বলেন,হবিবপুর ব্লকের আইহো দাতব্য চিকিৎসালয় টি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। তাখুব শীঘ্রই আমরা খোলার ব্যবস্থা করব স্বাস্থ্য অধিকারীদের নিয়ে বসে আলোচনা করা হবে।

নাড়া পোড়ানো বিরোধী দিবস হরিশ্চন্দ্রপুরে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: আর কিছু দিন পর আমন ধান উঠবে। এই সময় ধানের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো হয়াযা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই বিষয়ে কৃষকদের বারবার সচেতন করা হলেও ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো হয়। গত বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগে ভাগেই সর্তক হয়েছে জেলা ও ব্লক কৃষি আধিকারিকরা।সারা রাজ্যের পাশাপাশি শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তার করন দপ্তরেও পালিত হল ফসল অবশিষ্টাংশ পোড়ানো প্রতিরোধী দিবস।এদিন হাতে প্লেকার্ড ও পোস্টার নিয়ে সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয়।এবং এলাকার চাষিদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।কৃষি আধিকারিক পলাশ সিদ্ধা জানান,ধান ক্ষেতের খড় ও নাড়া পোড়ানোর ফলে ক্ষতিকারক গ্যাস, তাপ,ধোঁয়া ও ছাই কণা উৎপন্ন হয় যা বিশ্ব উষ্ণায়ন ডেকে আনে।মাটির উপরের অংশ পুড়ে শক্ত হয়ে যায়,জৈব পদার্থ ও উদ্ভিদ খাদ্য নষ্ট হয় এবং মাটিতে থাকা বহু উপকারী জীবাণু মারা যায়।কৃষি দপ্তরের সহযোগিতা ও পরামর্শ মেনে খড় না পুড়িয়ে মালচার, রোটাভেটর ও হ্যাপি সিডারের মাধ্যমে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মাটির উর্বরতা ও জলধারণ ক্ষমতা বাড়ালে কিংবা তুলে নিয়ে অন্য কাজে লাগালে চাষি অনেকটাই উপকৃত হবে। মাটির স্বাস্থ্য বজায় রেখে অধিক ফলন পেতে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে নাড়া পোড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

হাসনাবাদে বর্জ্য প্রকল্প সূচনায় নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাসনাবাদ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্টের উদ্বোধন হল শুক্রবার হাসনাবাদ ব্লকের মাখালগাছাতে। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে কর্মাধ্যক্ষ ও জনপ্রতিনিধিরা। ছিলেন বিধায়ক দেবেশ মন্ডল, বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা, নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ জাহানারা বিবি, অধ্যক্ষ আরসাদ উদ জামান, জেলা পরিষদের সচিব প্রভাত চ্যাটার্জী, সহসচিব প্রলয় কুমার সরকার, হাসনাবাদের বিডিও অলিম্পিয়া ব্যানার্জি, হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাজী,সহ সভাপতি স্কেন্দার গাজী, আধিকারিক কল্যাণ বাবু, হিমাংশু হালদার, গোবিন্দ বিশ্বাস,জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জিত দাস, সৌরেন্দ্রনাথ পাল,স্বপন দাস, পুষ্পিতা সরকার, কর্মাধ্যক্ষ আসলাম গাজী,এটিএম আবদুল্লাহ, বিকাশ সরদার, গৌতম কয়াল, পঞ্চায়েত প্রধান তাসলিমা বেগম প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পিএইচই'র জলের রিজার্ভার নিজের জমিতে বসাচ্ছেন বুথ সভাপতি!

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: কথায় আছে জোর যার মুলুক তার। আর কার্যত এমনই অভিযোগ উঠলো তৃনমূলের বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। বুথ সভাপতি নাকি নিজের গায়ের জোরের পিএইচই’র জলের রিজার্ভার নিজের জমিতে বসাচ্ছেন। এমনই অভিযোগ উঠলো জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমাড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর আলতাগ্রাম মধ্যপাড়ায় শাসক দলের বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। আর তাতেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি হয়। এই ঘটনার পর গ্রামে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়।

দলের এক গোষ্ঠীর অভিযোগ, বুথ সভাপতি শরৎ রায়ের জমিতে জল প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। কিন্তু, তিনি মধ্যপাড়ার বাসিন্দা। গ্রামবাসীদের অন্ধকারে রেখে গায়ের জোরেই এই প্রকল্পের কাজ করছেন বুথ সভাপতি।

অপরদিকে, বুথ সভাপতির গোষ্ঠীর লোকজনের বক্তব্য, স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য যুথিকা রায় বিজেপি সদস্যদের নিয়ে কাজে বাধা সৃষ্টি করছে।

একদল কাজে বাধা দিতে গেলে আরেকদল তাদের বাঁধা দেয়। আর এতেই শুরু হয়ে যায় দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি। তাদের মারপিট দেখে চলে আসেন তৃণমূলের অন্য নেতারাও। তারপর কোনোমতে তাঁদের মধ্যস্থতায় হাতাহাতি থামে। এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা যূথিকা রায় বলেন, আমাকে অন্ধকারে রেখে বুথ সভাপতি নিজের জমিতে জলের রিজার্ভার বসাচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা পীযূষকান্তি রায় বলেন, কেন কার করা হচ্ছে তা জানতে গেলে তৃণমূলের এক পর্যায়ে বিনা রায়ের স্বামী চন্দন রায় আমাদের মারধর করে।

তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করেন রিনা রায়। তিনি জানান, দলেরই পঞ্চায়েত সদস্যা যুথিকা রায় বিজেপি মনস্ক হওয়ার কারণে দলবল নিয়ে এসে কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। অপরদিকে, বুধ সভাপতি শরৎ রায় বলেন, আমার জমিতে কাজ হচ্ছে তা দলের নির্দেশেই। তৃনমূলেরই কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে কাজে বাধা দিচ্ছে।

বড়সাফল্য সামশেরগঞ্জ থানার

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবারও বড়সড় সাফল্য সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জের চাঁদনীদহ মাঠ থেকে প্লাস্টিক জার ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করলো মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সামসেরগঞ্জের চাঁদনীদহ থেকে উদ্ধার করা হয় ১৫ পিস তাজা বোমা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যাক্তিকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম জসিম শেখ। তার বাড়ি সামসেরগঞ্জ থানার চাঁদনীদহ গ্রামে। শুক্রবার ধৃত ব্যাক্তিকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। এদিকে বোমা উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে রেখে বোম স্কোয়াড টিমকে খবর দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। পরে বোম স্কোয়াড টিম এসে বোমা গুলি নিস্ক্রিয় করেন। কি উদ্দেশ্যে বোমা গুলো মজুত রেখেছিল জসিম শেখ নামে ওই ব্যক্তি তার তদন্ত করে দেখছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

চিপস ও আইসক্রিম মাদকের মতোই আসক্তির, বলছে গবেষণা

আপনজন ডেস্ক: বর্তমানে প্রতি ১০ জনের একজনের বেশি মানুষ অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারে আসক্ত এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ জাংক ফুড আসক্তির চ্যালেঞ্জের সঙ্গে লড়াই করছেন। তারা আলুর চিপস, আইসক্রিম এবং অনুরূপ খাবার খাওয়া থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তা করতে পারছেন না।
এই ঘটনাটি অনেক ডায়েটিশিয়ান এবং গবেষকদের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার নিকোটিন এবং হেরোইনের মতোই আসক্তির।
সম্প্রতি ৩৬টি ভিন্ন দেশে ২৮১টি গবেষণার ফল ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের অক্টোবর ২০২৩ ইস্যুতে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে প্রকাশিত হওয়া বিশ্লেষণ অনুসারে, ১৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারে আসক্ত।
এখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলো মাদকের মতোই আসক্তির হতে পারে। এটি উদ্বেগজনক, কারণ এসব খাবার অস্বাস্থ্যকর এবং অনেকগুলো স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ৩৬টি দেশের ২৮১ জন অংশগ্রহণকারীর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ১৪ শতাংশ মানুষ ইউপিএফ-এ আসক্ত। এটি একটি গুরুতর সমস্যা কারণ।

আর্থ্রাইটিস কী? কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ

আপনজন ডেস্ক: গ্রিক শব্দ ‘আর্থো’-এর মানে হলো অস্থিসন্ধি বা হাড়ের জোড়া এবং ‘আইটিস’ শব্দের মানে প্রদাহ। খুব সাধারণভাবে বলা যায়, আর্থ্রাইটিস হলো অস্থিসন্ধি বা হাড়ের জোড়ার প্রদাহ।
বহু প্রাচীনকাল থেকে এই রোগটির অস্তিত্ব থাকলেও ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকেই এটি পুস্তক বা নথিভুক্ত হওয়া শুরু করে এবং আকারে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়তে এবং সংক্রমিত হতে শুরু করে। ১৮৫৯ সালের দিকে রোগটিকে তার বর্তমান ‘আর্থ্রাইটিস’ নামকরণ করা হয়।
‘আর্থ্রাইটিস ফাউন্ডেশন’ আটল্যান্টা’-এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে মানুষের অক্ষমতার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো আর্থ্রাইটিস। বর্তমানে শুধু আমেরিকাতেই সাত মিলিয়নের বেশি মানুষ আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত। আমাদের দেশে প্রায় পঁচিশ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ধরনের বাত ও জটিল বাতরোগে আক্রান্ত। তবে দুঃখের বিষয় এখনো অনেকে এই বিষয়ে অজ্ঞই থেকে গেছে। আর্থ্রাইটিস বলতে সাধারণত অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টের প্রদাহকেই বোঝানো হয়। এটি নির্দিষ্ট একটি রোগ নয়। সবচেয়ে বেশি হয় অস্টিওআর্থ্রাইটিস ও রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস কী?

সাধারণত অস্টিওআর্থ্রাইটিস ধীরে ধীরে হয়। প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করলে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়, অস্থিসন্ধি ফুলে যায় ও ব্যথা করে, অস্থিসন্ধির জড়তা দেখা দেয় (সাধারণত ঘুম থেকে ওঠার পর বা দীর্ঘসময় বসে থেকে ওঠার সময়), ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের পর অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা হয়, অস্থিসন্ধিতে কড়মড় শব্দ হয়। অস্টিওআর্থ্রাইটিস বেশি হয় হাঁটুর জয়েন্টে। উঁচু কোথাও উঠতে গেলে হাঁটুতে বেশি চাপ লাগে। হাতে যদি ভারী কোনো বোঝা থাকে, তবে তা বহন করা কষ্টকর হয়। হাঁটু ফুলে যায়। কোমরে হলে নড়াচড়া কঠিন হয়। বিশেষ করে শরীরের নিচের অংশ। ব্যথা কোমরের সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকি, উরু এমনকি হাঁটুতেও হতে পারে। হাতের মধ্যে বৃদ্ধাঙুলে বেশি হয়। আঙুলে ব্যথা হয়, ফুলে যায়, ঝিমঝিম করে, জয়েন্টের আশপাশে গোটার মতো গুটি হয়। মেরুদণ্ডে হলে ঘাড় ও কোমরে উভয় স্থানে ব্যথা হতে পারে। কখনো কখনো হাত-পা ঝিমঝিম করে।
যাদের রোগটি বেশি হয়
> যাদের বয়স বেশি, যেমন- বয়স ৬৫-র বেশি হলে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
> ৪৫ বছর বয়সী পুরুষদের এবং ৪৫ পরবর্তী নারীদের এটি বেশি হয়।
> অস্থিসন্ধিতে যেকোনো ধরনের আঘাত পেলে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বাড়ে। এ কারণে যারা পেশাগত কারণে শারীরিক পরিশ্রম বেশি করেন বা আঘাতের ঝুঁকিতে থাকেন তাদের ঝুঁকি বেশি।
> যাদের ওজন বেশি, অস্টিওআর্থ্রাইটিস তাদের বেশি হয়। সাধারণ স্থূল শরীরের মানুষের হাঁটুতে রোগটি বেশি দেখা দেয়।
> কিছু ক্ষেত্রে বংশগত কারণেও অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস ও রোগের ধরন দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যেমন এক্স-রে, জয়েন্ট অ্যাসপিরেশন ইত্যাদি।
রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কী?
এটি অটোইমিউন অসুখ। এতে শরীরের নিজস্ব রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার কারণেই কিছু টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অস্থিসন্ধির বহিরাবরণীতে প্রদাহ হয়। এ কারণে অস্থিসন্ধি ও এর আশপাশে ব্যথা হয়, জড়তা তৈরি হয়, ফুলে যায়, লাল হয়ে যায় এবং শরীরে জ্বরজ্বর অনুভূতি হয়। এতে অস্থিসন্ধির আকারের বিকৃতিও ঘটে। সময়ের সঙ্গে এটি তীব্র হতে থাকে। মাঝেমধ্যে ব্যথা ও ফোলা আপনিতেই কমে যায়, আবার বাড়ে।

লক্ষণ

রোগটি দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক। তাই কখনো কখনো লক্ষণ প্রকাশ পায়, আবার কিছুদিন কোনো লক্ষণই থাকে না।
সাধারণ লক্ষণ
> ঘুম থেকে ওঠার পর অস্থিসন্ধিসহ শরীরের কিছু অংশে ব্যথা ও জড়তা থাকে।
> হাতের আঙুল, কনুই, কাঁধ, হাঁটু, গোড়ালি ও পায়ের পাতায় বেশি সমস্যা হয়।
> সাধারণত শরীরের উভয় পাশ একসঙ্গে আক্রান্ত হয়। যেমন- হাতে হলে দুই হাতের জয়েন্টই একসঙ্গে ব্যথা করে, ফুলে যায় ইত্যাদি।
> শরীর দুর্বল লাগে, জ্বরজ্বর অনুভূতি হয়। ম্যাজম্যাজ করে।
> কারো কারো ক্ষেত্রে ত্বকের নিচে এক ধরনের গুটি দেখা যায়, যা ধরলে ব্যথা পাওয়া যায় না।
প্রতিরোধের উপায়
> শারীরিক তৎপরতা বাড়ানো। যেমন- বহুতল ভবনে ওঠার সময় মাঝেমধ্যেই লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি ব্যবহার করা এবং যানবাহনে ওঠার আগে অন্তত ৫০০ মিটার পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া।
> মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের ব্যায়াম করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।
> মানসিক চাপ কমানোর জন্য মেডিটেশনের মতো কাজের চর্চা করা।
> শরীরের জয়েন্টগুলোকে নতুনভাবে জখম হতে না দেওয়া এবং এরই মধ্যে জখমে আক্রান্ত হয়ে থাকলে তা দ্রুত সারিয়ে তোলা।
> প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ পানি খাওয়া। ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া। ভিটামিনযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া।
> যেকোনো ছোটখাটো জখমের চিকিৎসা করানো।
> ধূমপান না করা। মদপান না করা। কারণ মদ হাড়ের স্বাস্থ্য ও কাঠামো দুর্বল করে দেয়।
> নিয়মিত দুধ পান করুন। তবে ল্যাকটোজ জাতীয় খাদ্য উপাদান হজমে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে ক্যালসিয়াম ও ব্রোকোলি জাতীয় খাবার বেশি খান।
> মেনোপোজ পরবর্তী নারীদের জন্য হরমোন প্রতিস্থাপন, অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
> সঠিক সাইজের ও নরম জুতা পরতে হবে।
> প্রদাহসৃষ্টিকারী খাবার এড়িয়ে চলুন। প্রায়ই দেখা যায় যে, লবন, চিনি, মিষ্টি, মদ, ক্যাফেইন, প্রক্রিয়াজাতকৃত মাংস, সাধারণ রান্নার তেল, ট্রান্স ফ্যাট ও লাল মাংস ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ অসংখ্য রোগের জন্ম দেয়।
> ঠান্ডায় আর্থ্রাইটিসের ব্যথা ও সমস্যা বেড়ে যায়, তাই ঠান্ডা থেকে দূরে থাকতে হবে। কুসুম গরম পানির সেঁক ব্যথা নিরাময়ে কার্যকরী। কুসুম গরম পানিতে গোসল করা যেতে পারে।

চিকিৎসা

আর্থ্রাইটিস জোড়ার রোগ ও বিভিন্ন প্রকার আর্থ্রাইটিস রয়েছে। যদি কারোর এ জাতীয় সমস্যা হয় তা হলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎকের শরণাপন্ন হতে হবে। চিকিৎসক এ ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা করাতে পারেন। যেমন- রক্ত পরীক্ষা, সেরোলজি পরীক্ষা, এক্সরে। আর্থ্রাইটিসের প্রকারভেদ অনুযায়ী কিছু ওষুধ খেয়ে যেতে হয়। যেমন-ব্যথানাশক এনএসএআইডিএস, ডিজিজ মডিফাইং ওষুধ, ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম। আর্থ্রাইটিসে ফিজিওথেরাপি অত্যন্ত কার্যকরী চিকিৎসা। এতে অনেকাংশে রোগীর সমস্যা ব্যথা-বেদনা দূর হয় এবং রোগী স্বাভাবিক চলাফেরা ও কাজকর্ম করতে পারে। ইলেকট্রোমেগনেটিক রেডিয়েশনে, আল্ট্রাসাইন্ড থেরাপি, ইন্টারফেরেন সিয়াল থেরাপি, বিভিন্ন নিয়মমাফিক কৌশলগত ব্যায়াম, মেনুয়াল থেরাপি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগীর সমস্যা বহুলাংশে লাঘব ও অস্থিসন্ধি স্বাভাবিক হয় এবং রোগী কর্মক্ষমতা ফিরে পায়।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

শীতকালে সুস্থ থাকতে নিয়মিত খান ৪ সবজি

আপনজন ডেস্ক: শীতে অনেক রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সর্দি-কাশি থেকে শুরু করে গ্যাস-অম্বল লেগেই থাকে। শীতের দিনে বাজারে প্রচুর রকম সবজি পাওয়া যায়। অধিকাংশই রঙিন সবজি আর এর মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণও অনেক বেশি থাকে। তাই শীতে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রচুর পরিমাণে সবজি খাওয়া উচিত।
শীতের সবজির মধ্যে গাজর, বিট, মুলা, বিনস, নানা রকম শাক, মিষ্টি আলুর পাশাপাশি রয়েছে করলা। এখন বাজারে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে পটল। পটলে থাকে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, পটাসিয়াম, কপার, ডায়েটরি ফাইবার। এছাড়াও পটলের মধ্যে ক্যালোরি একেবারেই থাকে না। যে কারণে তা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
এছাড়াও শীতের সবজির মধ্যে রয়েছে করলা। নিয়মিত করলা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের কোনও সমস্যা আসে না। এছাড়াও করলা হার্টের জন্য খুব ভালো। নিয়মিত করলা খেলে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়। সেই সঙ্গে রক্ত পরিষ্কার হয়। ত্বক, চুল, পেট ভালো থাকে, দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয়।
কচুও খান এই সময়ে। কোষ্ঠকাঠিন্যের যে কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে কচু। শীতের সময় প্রচুর মূলাও পাওয়া যায়। তবে খাওয়ার আগে দেখে নিন যে তা হজমে কোনোরকম সমস্যা হচ্ছে কিনা। কচুতে থাকে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি৫, ম্যাংগানিজ, পটাশিয়াম, ফোলেট ইত্যাদি। যে কারণে ডায়াবেটিসের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, হজমের সমস্যা ঠেকাতেও কার্যকরী কচু।
শীতে বাজারে যেমন প্রচুর গাজর আসে তেমনই দামও থাকে কম। আর গাজর শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়, দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখতে সাহায্য করে। বিটরুটের মধ্যেও থাকে ফোলেট। আর তাই পেশি, হার্ট এবং মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ঠিক রাখতে খান শীতের এই দুই সবজি।
আয়ুষ মন্ত্রকের তরফে আরও একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শীতে পানি পানের আগে গরম করে খান। আবার পেটের কোনো সমস্যা থাকলে পানি ফুটিয়ে খান। ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে পানি ঠান্ডা করে নিন। এই পানি শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এছাড়াও আমলার জুস খেতে পারেন গরম পানিতে মিশিয়ে।

ঘরকন্না

বারান্দায় চাষ হোক ভেষজ

গৃহাঙ্গন

আপনজন ডেস্ক: বারান্দার এক কোণে সৌন্দর্যবর্ধনে অনেকেই নানা গাছ লাগান। কিন্তু আপনার জন্য উপকারী ভেষজও বারান্দায় লাগাতে পারেন। এর ইতিবাচক ফলাফলও আপনি ভোগ করতে পারবেন।

তুলসি পাতা
তুলসি পাতা অনেক কাজেই ব্যবহৃত হয়। সর্দি-কাশির সমস্যায় এই পাতার রস অনেক কাজের। তুলসি চা নিয়মিত খেলেও অনেক উপকার পাওয়া যায়। তাই বারান্দায় তুলসি গাছ লাগাতে পারেন।

ধনিয়া পাতা
রান্নার জন্য ধনিয়া পাতা অনেক জরুরি। তবে ফ্রিজে ধনিয়ে পাতা রাখলেই পচে যায়। সেজন্যই বারান্দায় ধনিয়া পাতার ব্যবস্থা করে রাখুন। যখন প্রয়োজন হবে সংগ্রহ করবেন।

ওরিগানো
ইতালীয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় রান্নার ক্ষেত্রে ওরিগানো অনেক জনপ্রিয়। ছোট বাগানে এই ভেষজ রাখলে অনেক ওয়েস্টার্ন রান্নায় সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন।

পুদিনা পাতা
পুদিনা পাতাও কতটা উপকারি তা অনেকেরই জানা। পুদিনা পাতা গজানোর জন্য বড় জায়গা প্রয়োজন হয় না। তাই বারান্দায় সহজেই লাগিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। রৌদ্রোজ্জ্বল জলবায়ুতে আংশিক ছায়া-যুক্ত জায়গায় এই গাছটি গজায়। একবার লাগালে বছরের পর বছর প্রচুর পাতা পাবেন।

আচার দীর্ঘদিন ভালো রাখার উপায়

টাটকা টোটকা

আপনজন ডেস্ক: আচার ভালো রাখার জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। আচার মাঝেমধ্যেই রোদে দেবেন। বাড়িতে আচার বেশি খাওয়া না হলে আমরা ফ্রিজেই তা সংরক্ষণ করি। তবে মাঝেমধ্যে ফ্রিজ থেকে বের করে আচার রোদে দিন। আচারের স্বাদ নষ্ট হয় যখন এর ভেতর বাতাস ঢোকে। আর এজন্য আচারে প্রচুর তেল ব্যবহার করা জরুরি৷ আচারের ওপর তেলের আস্তরণ থাকলে তা বাতাস ঢুকতে বাধা দেয়৷ তাই তেল ব্যবহার করুন। আচার ভুলেও প্লাস্টিকের কৌটায় রাখবেন না। আচার সবসময় রাখতে হবে কাঁচের বয়ামে। কাঁচের বয়ামে আচারের গুণগতমান অনেক ভালো থাকে। রোদে দেয়ার জন্য বের করলে আলাদা হিসেব। কিন্তু খাওয়ার জন্য ফ্রিজ থেকে বের করার পর বেশিক্ষণ আচার বাইরে রাখবেন না। বাতাস লেগে আচারের স্বাদ নষ্ট হতে পারে।

স্কুলে শিশু ‘বুলিং’এর শিকার হচ্ছে কিনা বুঝবেন কিভাবে?

সহপাঠীদের অপ্রত্যাশিত আচরণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে আপনার শিশু। তার দেহের গড়ন কিংবা স্বভাব নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে অন্যরা, তাকে শারীরিকভাবে আঘাতও করতে পারে। অন্যদের এসব নেতিবাচক আচরণকে বলা হয় ‘বুলিং’। লিখেছেন *নাজমা আহমেদ*....

পড়ালেখা, খেলাধুলা, হাসি-গল্পে কাটবে স্কুলের রঙিন সময়। সব বাবা-মায়ের এমনটাই প্রত্যাশা থাকে। তবে প্রত্যাশামতো সব কি আর হয়। দেখা যায় সকালে হাসতে হাসতে স্কুলে গেল সন্তান। দুপুরে ফিরল মুখ কালো করে। রাতে ঘোষণা দিল পরদিন স্কুল যাবে না।
সহপাঠীদের অপ্রত্যাশিত আচরণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে আপনার শিশু। তার দেহের গড়ন কিংবা স্বভাব নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে অন্যরা, তাকে শারীরিকভাবে আঘাতও করতে পারে। অন্যদের এসব নেতিবাচক আচরণকে বলা হয় ‘বুলিং’।
অভিভাবকের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে এসব পরিস্থিতিতে নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সাহস পায় না শিশু। বাইরে থেকে আঘাত পেয়ে এসে বাসায় সেটা বলতে গিয়ে না আবার ধমক খায়–এই ভয়ও তার মধ্যে কাজ করে। সারা দিন শিশুর কেমন কাটল, গল্পচ্ছলে অভিভাবককেই তা জানতে হবে। তাহলে বাইরে নেতিবাচক কিছু ঘটছে কি না, জানতে পারবেন। সহপাঠীদের অপ্রত্যাশিত আচরণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে আপনার শিশু।

শিশুর মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন
স্কুলে শারীরিক কিংবা মানসিক উৎপীড়নের কারণে শিশু স্কুল এবং পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারাতে পারে। অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারে। তার স্কুলভীতি জন্মাতে পারে। স্কুলে যাওয়ার সময় হলেই না যাওয়ার জন্য নানা অজুহাত তৈরি করবে। অন্যদের সঙ্গে খেলতেও অনীহা প্রকাশ করবে। স্বাভাবিক উচ্ছলতাও হারিয়ে যেতে পারে। মেজাজ হয়ে যেতে পারে তিরিক্ষি। কেউ আবার অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, খাবার রুচি কমে যায়, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। শিশু চুপচাপ হয়ে যেতে পারে; একা থাকতে পছন্দ করবে; দুশ্চিন্তা, অশান্তি কিংবা হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে। এই বিষয়গুলো অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। নিজের ক্ষতিও করতে চাইতে পারে। এমনকি আত্মহত্যার ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে।

খোঁজ রাখুন নিয়মিত
স্কুলে সারা দিন কী হলো, শিশু কী করল, তার বন্ধুরা কী করল, শিক্ষক কী করলেন–এসব বিষয় ঘরোয়া পরিবেশে গল্পে গল্পে জেনে নিন রোজ। সহজভাবে শিশুর সঙ্গে মিশে যান। যা-ই ঘটুক, শিশুকে সত্য বলার সাহস জোগান। এমনকি সে নিজেও যদি কারও সঙ্গে মারামারি করে আসে, তা-ও যেন বলতে পারে নির্দ্বিধায়। কোন কাজটা ঠিক, কোনটা ভুল, সেটা নিশ্চয়ই শেখাবেন। কিন্তু এমনভাবে শাসন করবেন না, যাতে আপনাকে তথ্য জানাতে সে ভয় পায়।

শিশুর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করলে তার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলুন। মা-বাবা ছাড়াও পরিবারের অন্য সদস্য, যার সঙ্গে সে মন খুলে কথা বলে, এমন ব্যক্তি গল্পচ্ছলে জেনে নিতে পারেন তার সমস্যার কথা। স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলুন। প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের সহায়তা নিন, যাতে অন্য শিশুর সঙ্গেও এমন না ঘটে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। কাউন্সেলিং এবং ওষুধও প্রয়োজন হতে পারে।

বাবুর্চি

ইলিশ মাছের দই ভাপা সুস্বাদুকর

আপনজন ডেস্ক: ইলিশ মাছ। আহ্! সে কীযে মজার মাছ। আর এই ইলিশ মাছের ভাপা খেতে কে না ভালোবাসে! তাই আজকের মেনুতে নিয়ে চলে এসেছি ইলিশ মাছ ভাপার সবচেয়ে সহজ রেসিপি। যা দই দিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটে বানিয়ে ফেলতে পারেন যে কেউ।
উল্লেখ্য, সাধারণত ভাপা বানানো হয় সরষে ব্যবহার করে কিন্তু আজ টক দই দিয়ে ভাপা বানানোর কৌশল শেয়ার করছি। এতে সরষে বাটার ঝামেলা থাকবে না আর মাছের স্বাদ হবে দ্বিগুণ।

উপকরণ
ইলিশ মাছ বড় ৪ পিস
টক দই ২৫০ গ্রাম
কালো জিরে ১ চামচ
কাঁচা লঙ্কা ৫ পিস (এর মধ্যে একটা লাল রঙের পাকা লঙ্কা)
হলুদ হাফ চামচ
সরষের তেল ২ চা চামচ
লবণ স্বাদ অনুযায়ী
জল ৩ চা চামচ

প্রণালী
টক দই দিয়ে ইলিশ মাছ ম্যারিনেট: ইলিশ মাছ ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে একটি পাত্রে রাখুন। একটি বাটি নিয়ে তাতে ২৫০ গ্রাম টক দই, কালো জিরে ১ চামচ, হলুদ হাফ চামচ, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও দেড় চামচ (১.১/২) সরষের তেল মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। কোনো প্রকারের লাম্প যেন না থাকে। মানে দই যেন একদম স্মুদ হয় সব উপকরণ মেশানোর পর। তারপর তাতে ৩ চা চামচ জল মিশিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।
এবার একটি বড় বাটি নিয়ে তাতে ধুয়ে রাখা মাছ রাখুন। মাছের উপর থেকে টক দই দিয়ে বানানো মিশ্রণটি ঢেলে দিন। সব কটা মাছের পিসের সঙ্গে মিশ্রণটি পিসের সঙ্গে মিশ্রণটি যেন ভালো করে লেগে যায় খেয়াল রাখবেন । এর উপরে ৫ পিস কাঁচা মরিচ হালকা চিড়ে ছড়িয়ে দিন। তারপর উপর থেকে হাফ চা চামচ সরষের তেল ঢেলে ৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে সাইডে রেখে দিন।

বিশেষ টিপস
ভাপা বানানোর সময় মাছ একবার খুব সাবধানে উল্টে দিলে সঠিক মাত্রায় সেদ্ধ হয়। রান্না হয়ে যাওয়ার পর সরষের তেল সামান্য পরিমান উপর থেকে ছড়িয়ে ৫ মিনিট ঢেকে তারপর পরিবেশন করুন। গরম গরম ভাত ছাড়া এই ইলিশ দই ভাপা আর কিছুর সঙ্গে ভালো লাগে না। ইলিশ মাছ বাসি খেলে স্বাদ দ্বিগুণ হয়। কিন্তু দই দিয়ে বানালে ফ্রেশ খেলে এর স্বাদ বেশি ভালো লাগে। বাসি খেলে স্বাদ বিগড়ে যায়।

মাধ্যমিক-হাই মাদ্রাসা প্রস্তুতি ২০২৪

মডেল প্রশ্ন-উত্তর

জীবন বিজ্ঞান

LIFE SCIENCE

Time — Three Hours Fifteen Minutes

*(First **fifteen** minutes for reading the question paper only)*

Full Marks — 90

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting

নতুন পাঠ্যসূচি
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ১

বিভাগ—ক

(সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক)

১. প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যাসহ লেখো: ১ × ১৫ = ১৫

১.১ নীচের কোন জোড়টি সঠিক —
(ক) সেরিব্রাম-দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ (খ) হাইপোথ্যালামাস-দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ
(গ) মেডুলা অবলংগাটা-বুদ্ধি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ (ঘ) থ্যালামাস-লালাক্ষরণ ও মূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রণ

১.২ নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয়—
(ক) হাঁটুর ঝাঁকুনি জন্মগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া (খ) সাঁতার কাটা সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া
(গ) হাঁচি ও কাশি জন্মগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া (ঘ) সদ্যজাত শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত স্তন্যপান সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া

১.৩ ‘ক’ স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সংগে ‘খ’ স্তম্ভে দেওয়া শব্দের মধ্যে সমতাবিধান করে নীচের উত্তরগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্বাচন করো —

‘ক’- স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
A. ইনসুলিন	1. গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণ
B. প্রোজেস্টেরন	2. দূরবর্তী সংবর্ত নালিকার গাত্র বরাবর জলের পুনঃশোষণ
C. ভেসোপ্রেসিন	3. কোশে গ্লুকোজের শোষণমাত্রা বৃদ্ধি

(ক) A – 1, B – 2 C – 3 (খ) A – 3, B – 1 C – 2
(গ) A – 2, B – 3 C – 1 (ঘ) A – 3, B – 2 C – 1

১.৪ মাইক্রোপ্রপাগেশনের ক্ষেত্রে সঠিক ক্রমটি নির্বাচন করো—
(ক) উদ্ভিদের কোশকলা বা অংগ → ক্যালাস → এমব্রয়েড → প্ল্যান্টলেট
(খ) ক্যালাস → এমব্রয়েড → প্ল্যান্টলেট → উদ্ভিদের কোশকলা বা অংগ
(গ) এমব্রয়েড → উদ্ভিদের কোশকলা বা অংগ → ক্যালাস → প্ল্যান্টলেট
(ঘ) প্ল্যান্টলেট → এমব্রয়েড → ক্যালাস → উদ্ভিদের কোশকলা বা অংগ

১.৫ মাইটোসিস কোশবিভাজনের প্রোফেজ দশার বৈশিষ্ট্য হল—
(ক) অপত্য ক্রোমোজোমের মেরুবর্তী গমন (খ) বেমতন্তুর অবলুপ্তি
(গ) ক্রোমোজোমের কনডেনসেশন ও স্পাইরালাইজেশন (ঘ) ক্রোমোজোমের কোশের বিষুবতল বরাবর সজ্জা

১.৬ নীচের কোন জোড়দ্বয় সঠিক?
(ক) অ্যাডেনিন — গুয়ানিন, থাইমিন — ইউরাসিল (খ) অ্যাডেনিন — সাইটোসিন, গুয়ানিন — থাইমিন
(গ) অ্যাডেনিন — থাইমিন, গুয়ানিন — সাইটোসিন (ঘ) অ্যাডেনিন — গুয়ানিন, সাইটোসিন — থাইমিন

১.৭ মেন্ডেলের দ্বিসংকর জননের পরীক্ষার দ্বিতীয় অপত্য জনুতে উৎপন্ন YYRR ও yyrr জিনোটাইপযুক্ত মটরগাছের অনুপাতটি কী?
(ক) 1 : 1 (খ) 3 : 1 (গ) 4 : 1 (ঘ) 1 : 4

১.৮ কোনো বর্ণান্ধ কন্যাসন্তানের পিতামাতার সঠিক সম্ভাব্য জিনোটাইপ কী হতে পারে?
(ক) $X^{C+}X$ ও X^CX^C (খ) $X^C\wedge$ ও $X^{C+}X^{C+}$ (গ) X^CY ও $X^{C+}X^C$ (ঘ) $X^{C+}\wedge$ ও $X^{C+}x^{C+}$

১.৯ মেন্ডেল তার বংশগতির পরীক্ষার জন্য নীচের কোন চরিত্রটি নির্বাচন করেননি?
(ক) পাতার আকার (খ) ফুলের অবস্থান (গ) বীজের আকার (ঘ) বীজের রং

১.১০ জীবনের জৈব-রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?

বিক্রিয়ক পদার্থসমূহ	উৎপন্ন পদার্থসমূহ
(ক) মিথেন, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন	গ্লুকোজ, গ্লিসারল, প্রোটিন
(খ) হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া, জল	গ্লাইসিন, ফরম্যালডিহাইড, অ্যাডেনিন
(গ) অ্যামোনিয়া, মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন	DNA, পামিটিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড
(ঘ) হাইড্রোজেন, জল, অক্সিজেন, হিলিয়াম	স্টার্চ, ট্রাইগ্লিসারাইড, পলিপেপটাইড।

১.১১ নীচের কোনটি বুইমাছের পটকার অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য?
(ক) দিক পরিবর্তনে সাহায্য করা (খ) ঘাত সৃষ্টি করা
(গ) O_2 CO_2 এর আদান-প্রদানে সাহায্য করা (ঘ) গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করে ডুবতে ও ভেসে উঠতে সাহায্য করা

১.১২ নীচের কোনটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের সংগে সংশ্লিষ্ট?
(ক) অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি (খ) জীবনসংগ্রাম
(গ) খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত (ঘ) প্রকরণ

১.১৩ নীচের কোন জোড়টি সঠিক?

কারণ	ফলাফল
(ক) জলে ভারী ধাতুর মাত্রা বৃদ্ধি	ইউট্রফিকেশন
(খ) জলে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি	ইউট্রফিকেশন
(গ) জলে দ্রবীভূত ফসফেটের মাত্রা বৃদ্ধি	ইউট্রফিকেশন
(ঘ) জলে DDT জাতীয় কীটনাশকের মাত্রা বৃদ্ধি	ইউট্রফিকেশন

১.১৪ মেরুভল্লুকের বিপন্নতার কারণটি কী?
(ক) দূষণ (খ) বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ
(গ) অতিব্যবহার (ঘ) বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

১.১৫ N_2- চক্র সম্পর্কিত নীচের কোন জোড়টি সঠিক?
(ক) নাইট্রোসোমোনাস - নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ (খ) ব্যাসিলাস মাইকয়ডিস - নাইট্রিফিকেশন
(গ) রাইজোবিয়াম - অ্যামোনিফিকেশন (ঘ) সিউডোমোনাস - ডিনাইট্রিফিকেশন।

বিভাগ—খ

২. নীচের ২৬টি প্রশ্ন থেকে ২১টি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো: ১ × ২১ = ২১

নীচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

২.১ ট্রাইজেমিনাল একটি ____________ স্নায়ু।
২.২ ক্রোমোজোমে ____________ এর অবস্থানের ভিন্নতা দেখা যায়।
২.৩ ভিন্ন ভিন্ন ____________ একই ফিনোটাইপ প্রদর্শন করতে পারে।
২.৪ ____________ পায়রার আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস করে।
২.৫ N_2-চক্র ব্যাহত হলে বায়ুমণ্ডলে ____________ গ্যাসের ঘনত্ব গড় বৃদ্ধি পায়।
২.৬ ____________ জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা সংরক্ষণ করা হয়।

নীচের বাক্যগুলোর সত্য অথবা মিথ্যা নিরূপণ করো: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

২.৭ স্নায়ুকোশের মায়োলিন শিথ স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে র‍্যানভিয়ারের পর্ব গঠন করে।
২.৮ জনন মাতৃকোশ ও রেণু মাতৃকোশে মাইটোসিস কোশবিভাজন ঘটে।
২.৯ হিমোফিলিয়া ও বর্ণান্ধতা উভয়ই Y ক্রোমোজোম বাহিত একটি প্রকট জিনঘটিত রোগ।
২.১০ তিমির ফ্লিপার ও ঘোড়ার অগ্রপদ হল সমসংস্থ অংগ।
২.১১ পশ্চিমবংগের আরাবারিতে সর্বপ্রথম JFM প্রকল্প চালু হয়।
২.১২ অক্সিন বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে।

‘A’ স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সঙ্গে ‘B’ স্তম্ভে দেওয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শব্দটির সমতা বিধান করে উভয় স্তম্ভের ক্রমিক নং উল্লেখসহ সঠিক জোড়াটি পুনরায় লেখো: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

‘A’ স্তম্ভ	‘B’ স্তম্ভ
২.১৩ পাইরিফরমিস	(ক) অসম্পূর্ণ প্রকটতা
২.১৪ হেটেরোক্রোমাটিন	(খ) কোশপাত গঠন
২.১৫ মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম	(গ) ল্যামার্ক
২.১৬ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ	(ঘ) শ্বাসনালির প্রদাহ
২.১৭ ব্রংকাইটিস	(ঙ) ফারোয়িং
২.১৮ উদ্ভিদ কোশের সাইটোকাইনেসিস	(চ) রোটেটর পেশি
	(ছ) জিনগতভাবে ক্রোমোজোমের নিষ্ক্রিয় অংশ

একটি শব্দে বা একটি বাক্যে উত্তর দাও: (যে-কোনো ছয়টি) ১ × ৬ = ৬

২.১৯ বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো:
সেরিব্রাম, পনস্, হাইপোথ্যালামাস, থ্যালামাস।
২.২০ সোয়ান কোশের কাজ কী?
২.২১ নীচে সম্পর্কযুক্ত একটি শব্দজোড় দেওয়া আছে। প্রথম জোড়টির সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও—
বয়ঃসন্ধি দশা : যৌন হরমোন ক্ষরণ :: ____________ দশা : অস্টিওপোরোসিস
২.২২ বীজের আকার কুঞ্চিত ও ফুলের অবস্থান শীর্ষ — এই দু'টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়?
২.২৩ 3 : 1 ও 9 : 3 : 3 : 1 উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কী?
২.২৪ সুন্দরী গাছের পাতায় অবস্থিত লবণ গ্রন্থির কাজ কী?
২.২৫ নীচের চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত। সে বিষয়টি খুঁজে বার করো এবং লেখো—
২.২৬ একটি ইন-সিটু সংরক্ষণ ব্যবস্থার নাম লেখো যার মধ্যে ন্যূনতম একটি জাতীয় উদ্যান ও একাধিক অভয়ারণ্য উপস্থিত।

বিভাগ—গ

৩. নীচের ১৭টি প্রশ্ন থেকে যে কোনো ১২টি প্রশ্নের উত্তর দুই-তিনটি বাক্যে লেখো : ২ × ১২ = ২৪

৩.১ মানুষকে বিপন্মুক্ত রাখতে জন্মগত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ভূমিকা কী কী?
৩.২ অনলাইন শপিং-এর মাধ্যমে কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোন কিনে এনে তুমি কৃষিকাজে ও ফলের বাগানে কী কী প্রয়োজনে ব্যবহার করবে তার একটি তালিকা তৈরি করো ।
৩.৩ আপৎকালীন অবস্থায় অ্যাড্রেনালিন কীভাবে বিভিন্ন তন্ত্র ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে?
৩.৪ উদ্দীপকের তীব্রতার প্রভাবে উদ্ভিদজগতে কী কী ধরনের ন্যাস্টিক চলন দেখা যায়?
৩.৫ নিম্নলিখিত বিষয়ে অযৌন জনন ও যৌন জননের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো:
- জনিতৃ জীবের সংখ্যা
- কোশ বিভাজনের সংগে সম্পর্ক
- জনন প্রক্রিয়া
- অপত্য জনুর প্রকৃতি

৩.৬ ফার্নের লিঙ্গাধর জনুর দশাগুলোর নাম ক্রমানুসারে লেখো।
৩.৭ মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা নিরসণে একটি ক্রশের মাধ্যমে সত্যতা প্রতিষ্ঠা করো।
৩.৮ BBRr, Bbrr, bbRR ও BbRr জিনোটাইপের ফিনোটাইপ কী কী?
৩.৯ বংশগত রোগের বিস্তাররোধে জেনেটিক কাউন্সেলিং-এর ভূমিকা কী কী?
৩.১০ বংশগতির পরীক্ষায় মটর গাছের পরিবর্তে অন্য গাছ নির্বাচন করলে সাফল্য লাভের জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ বাঞ্ছনীয়?
৩.১১ নিম্নলিখিত বিষয় দু'টির উপর আলোকপাত করো-
- হট ডাইলিউট স্যুপ
- কোয়াসারভেট

৩.১২ ডারউইনের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত মতবাদ জিরাফের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য হয় ব্যাখ্যা করো।
৩.১৩ উটের অতিরিক্ত জলক্ষয় সহনের সংগে RBC এর আকারের সম্পর্ক কী?
৩.১৪ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সংগে সম্পর্কিত একটি অন্যতম সমস্যা হল ‘বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন’— বক্তব্যটির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করো।
৩.১৫ কোনো একজন ফুসফুস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কীভাবে বুঝবেন যে রোগী হাঁপানি কিংবা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন?
৩.১৬ ইন্দো-বার্মা জীববৈচিত্র্যের হট স্পটের বিপন্ন জীবের একটি তালিকা তৈরি করো।
৩.১৭ “বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর এক বা একাধিক দেহজ উপাদানের অর্থমূল্য অনেক হওয়ায় চোরাশিকারিরা বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব ক্রমাগত বিপন্ন করে তুলেছে”— বক্তব্যটির স্বপক্ষে উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

বিভাগ—ঘ

(দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন)

৪. নীচের ছয়টি বা তার বিকল্প প্রশ্নের উত্তর লেখো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫ (প্রশ্নের মান বিভাজন ৩+২, ২+৩ বা ৫ হতে পারে) ৫ × ৬ = ৩০

৪.১ মানুষের একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া যে পথে সম্পন্ন হয় তার বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো—
(ক) গ্রাহক, (খ) স্নায়ুকেন্দ্র, (গ) আজ্ঞাবহ স্নায়ু, (ঘ) কারক। ৩+২

অথবা,

একটি ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো—
(ক) ক্রোমাটিড (খ) মুখ্য খাঁজ, (গ) নিউক্লিওলার অরগানাইজার (ঘ) টেলোমিয়ার। ৩+২ = ৫

৪.২ কোশ বিভাজনে নিম্নলিখিত কোশীয় অঙ্গাণুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো—
- সেন্ট্রোজোম ও মাইক্রোটিউবিউলস্
- নিউক্লিয়াস
- রাইবোজোম

মিয়োসিস কোশবিভাজনের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩+২

অথবা,

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদানগুলো একটি সারণির সাহায্যে দেখাও। ইতর পরাগযোগে দু'টি বাহকের ভূমিকা উদাহরণসহ লেখো। ৩+২

৪.৩ থ্যালাসেমিয়ার বিস্তার কীভাবে ঘটে একটি ক্রসের মাধ্যমে দেখাও। মানবদেহের অটোজোম নিয়ন্ত্রিত দু'টি বৈশিষ্ট্যের নাম লেখো। ৩+২

অথবা,

মটরগাছের ক্ষেত্রে মেন্ডেলের দ্বি-সংকর জননের পরীক্ষার ফলাফল চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও। এই পরীক্ষা থেকে মেন্ডেল যে সূত্রে উপনীত হয়েছিলেন তা বিবৃত করো। ৩+২

৪.৪ আধুনিক ঘোড়ার বিভিন্ন জীবাশ্ম থেকে বিবর্তনঘটিত কী কী পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা সারণির সাহায্যে দেখাও। শিম্পাঞ্জির খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান দক্ষতার দু'টি উদাহরণ দাও। ৩+২

অথবা,

হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক অংগসংস্থার কীভাবে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অভিব্যক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়? সমসংস্থ অংগ ও সমবৃত্তীয় অংগের মধ্যে তুলনা করো। ৩+২

৪.৫ নিম্নলিখিত দূষকগুলোর ভূমিকা মূল্যায়ন করো—
- অভঙ্গুর কীটনাশক
- ক্লোরোফ্লুরোকার্বন
- SPM

বাঘের ইন-সিটু-সংরক্ষণে কোন কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়? ৩+২

অথবা,

পশ্চিমবংগের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ইন-সিটু ও এক্স-সিটু সংরক্ষণ ব্যবস্থার ভূমিকা উদাহরণসহ আলোচনা করো। ৫

৪.৬ জীববৈচিত্র্যের নিম্নলিখিত গুরুত্ব দু'টি উদাহরণসহ আলোচনা করো—
- ড্রাগ ও ওষুধ প্রস্তুতি
- বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা

সুন্দরবনের একটি পরিবেশগত সমস্যা হল মিষ্টি জলের সংকট—সমস্যাটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ২+৩

অথবা,

দূষণ ও জীববৈচিত্র্য বিপন্নতার মধ্যে সম্পর্ক উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে দেখাও। নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে অণুজীবের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।২+৩

উত্তর

১। ১.১-(খ), ১.২- (খ), ১.৩-(খ), ১.৪-(ক), ১.৫-(গ) ১.৬-(গ), ১.৭-(ক), ১.৮-(গ) , ১.৯-(ক), ১.১০-(খ), ১.১১-(ঘ), ১.১২-(ঘ), ১.১৩-(গ), ১.১৪-(ঘ), ১.১৫-(ঘ)। ২। ২.১- মিশ্র, ২.২- সেন্ট্রোমিয়ার, ২.৩-জিনোটাইপ, ২.৪-বায়ুথলি, ২.৫-N_2O, ২.৬-সিংগালিলা, ২.৭-সত্য, ২.৮-মিথ্যা, ২.৯-মিথ্যা, ২.১০-সত্য, ২.১১-সত্য, ২.১২-মিথ্যা, ২.১৩-(চ), ২.১৪-(ছ), ২.১৫-(ক), ২.১৬-(গ), ২.১৭-(ঘ), ২.১৮-(খ), ২.১৯-পনস্, ২.২০-মায়েলিন শিথ গঠন, ২.২১-বার্ধক্য, ২.২২-উভয়ই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য, ২.২৩-উভয়ই ফিনোটাইপিক অনুপাত নির্দেশ করে, ২.২৪-অতিরিক্ত লবণকে ক্ষরণের মাধ্যমে নিঃসরণ করে যা কেলাসরূপে পরিত্যক্ত হয়, ২.২৫-বায়ুদূষণ, ২.২৬-বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ।

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্

সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)

মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ কলা ও বিজ্ঞান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব

মূল অনুপ্রেরক :-
পিছিয়ে পড়া সমাজের নয়ন-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব ও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটরিং কমিটি।

অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994

আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব

--: মনের কথা :-

আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।

আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অতন্ত্র প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সাড়া জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আরবি শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আমরা), ছোট ছোট গ্রুপ কোচিং। প্রতি শনিবার বাদ ফজর সকল ছাত্রকে সামনে নিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনে ৪৫ মিঃ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিজ ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ায় মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -

স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক- ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।

ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে

মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়

ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)

ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৪৩৪৪৭৩৭৪৪
- ওয়েবেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬৬১২৯
- সোলাইমানী দাওয়া ও দোওয়া (মুফতি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড(চশমার দোকানের উপরে)
- খান সু হাউস – নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
- সুপার মিল্ক স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
- দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড) ,মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮

পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কাঁটাগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূম
- সালার ইনফিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্শিদাবাদ মোঃ ৯৭৩২৩০৩০৬৬/ ৭০৭৬৮৮৮৮৯৩
- আমিনা মিশন – কৃষ্ণপুর, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর মোঃ ৯৯৩৩৭৯০২৪৪/ ৯৯৩২০৬৬১২৯ (পারভেজ সরকার)

আগামী বছর থেকে ব্যালন ডি'অর দেবে উয়েফাও

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারটির নাম ব্যালন ডি'অর। ১৯৫৬ সাল থেকে ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকী এই পুরস্কার দিয়ে আসছে। এবার ফ্রান্স ফুটবল এবং সংবাদমাধ্যম লেকিপের মালিক আমাউরি গ্রুপ নতুন একটি চুক্তি করেছে ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফার সঙ্গে। এ চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছর থেকে উয়েফা এবং আমাউরি গ্রুপ সম্মিলিতভাবে ব্যালন ডি'অর প্রদান করবে।

ব্যালন ডি'অর পুরস্কারে উয়েফা যোগ দিলেও ব্যালন ডি'অরের মালিকানা ও বিশ্বব্যাপী ভোটগুলো তদারক করবে প্যারিসভিত্তিক আমাউরি গ্রুপই। উয়েফার কাজ হবে বিপণনের বাণিজ্যিক স্বত্বের তদারক করা। পাশাপাশি পুরস্কারের গালা অনুষ্ঠান আয়োজনেও সহায়তা করবে তারা। এ ছাড়া আগামী বছর থেকে দুটি বাড়তি পুরস্কারও এতে সংযোজিত হতে যাচ্ছে; যেখানে বর্ষসেরা নারী ও পুরুষ কোচের পুরস্কারও দেওয়া হবে।

নতুন এই যাত্রা নিয়ে আমাউরি গ্রুপের প্রধান জেন-এতিনে আমাউরি বলেছেন, 'আমরা ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এই অংশীদারত্ব গড়তে পেরে দারুণ আনন্দিত। ফ্রান্স ফুটবল ১৯৫৬ সালে পুরস্কারটি চালু করে। একই বছর ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নস ক্লাব'স কাপেরও যাত্রা শুরু হয়। তাই উয়েফা ও ব্যালন ডি'অরের ইতিহাসের মধ্যে মিলও রয়েছে। ১৫ বছরের মধ্যে এই আয়োজন বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতায় বৈশ্বিক আকার পায়।' বার্ষিক এই পুরস্কার প্যারিসে অনুষ্ঠিত হলেও ২০২৪ সালের পর থেকে পুরস্কারটি ইউরোপের অন্য বড় শহরে আয়োজিত হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে আমাউরি। নতুন এই চুক্তি নিয়ে উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন বলেছেন, 'এর মধ্য দিয়ে ফুটবলে পৃথিবীর সেরা দুটি ব্র্যান্ড একত্রিত হলো। এক দিকে ফুটবলের ট্রফি ব্যালন ডি'অর এবং অন্য দিকে উয়েফা বিশ্বের সেরা প্রতিযোগিতাটির আয়োজক। যে কারণে যৌথভাবে কিছু করা অর্থপূর্ণ। সব খেলোয়াড়ের স্বপ্ন থাকে উয়েফার প্রতিযোগিতা এবং ব্যালন ডি'অর জেতা।'

১৯৫৬ সালে যাত্রা শুরুর পর ইউরোপ থেকে আগত ফুটবলারকে কেবল ব্যালন ডি'অর দেওয়া হতো। ১৯৯৫ সাল থেকে এটি বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইউরোপীয় ক্লাবে খেলা খেলোয়াড়দের পুরস্কারের আওতায় আনা হয়। ২০০৭ সাল থেকে এটি বৈশ্বিক রূপ লাভ করে এবং এর পর থেকে পৃথিবীর সব খেলোয়াড়কে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত করা হয়। ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত এ পুরস্কার প্রদানে যুক্ত হয় ফিফাও। তখন এটিকে বলা হতো ফিফা ব্যালন ডি'অর।

ফিফার সঙ্গে অংশীদারত্ব শেষ হওয়ার পর ২০১৬ সাল থেকে আবারও এককভাবে এ পুরস্কার দিয়ে আসছিল ফ্রান্স ফুটবল। এরপর সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পরিবর্তন এতে আনা হয়; যেখানে এক পঞ্জিকাবর্ষের পারফরম্যান্সের পরিবর্তে এক মৌসুমের পারফরম্যান্সকে পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়। সম্প্রতি সর্বশেষ ব্যালন ডি'অরটি জিতেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। সব মিলিয়ে রেকর্ড আটবার এই ট্রফি জিতেছেন তিনি। মেসির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবার ট্রফিটি জিতেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

নেইমারের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

আপনজন ডেস্ক: গত মাসে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলের উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে বাঁ পায়ে চোট পেয়েছিলেন নেইমার। পরে জানা গিয়েছিল, তাঁর বাঁ পায়ের লিগামেন্ট ও মেনিসকাসিস ছিঁড়ে গেছে এবং অস্ত্রোপচার করাতে হবে। গতকাল ব্রাজিলের একটি হাসপাতালে নেইমারের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে।

৩১ বছর বয়সী ব্রাজিল তারকার অস্ত্রোপচার করেছেন জাতীয় দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার। পরে লাসমার সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। আমরা ফল নিয়ে সন্তুষ্ট। তার লিগামেন্টের তন্তু পুনর্গঠনের সঙ্গে মেনিসকাসিসে দুটি চোটও ঠিক করা হয়েছে।'

নেইমার ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় অস্ত্রোপচারের খবরটি অনুসারীদের জানিয়ে বলেছেন, 'সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। সব ঠিক আছে...এখন সেরে ওঠায় ধৈর্য ও শক্তি চাই।' লাসমার জানিয়েছেন, বেলো হরিজেন্তোর মাতের দেই হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর আরও ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা নেইমারকে অবস্থান করতে হবে। ২০১৮ সালে নেইমারের পায়ের পাতার চোটেও অস্ত্রোপচার করেছিলেন লাসমার।

গত ১৮ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে উরুগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিলের ২-০ গোলে হারের ম্যাচে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন নেইমার। উরুগুয়ে মিডফিল্ডার নিকোলাস দে লা ক্রুজের সঙ্গে বল দখলের লড়াই চলছিল ব্রাজিল ফরোয়ার্ডের। দে লা ক্রুজের ধাক্কায় তিনি পড়ে যান। মাঠে পড়ে যাওয়ার আগে নেইমার বাঁ পা ঠিকমতো ফেলতে পারেননি। তখন শঙ্কা জেগেছিল, নেইমারের সম্ভবত হাঁটু মচকে গেছে। তবে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানিয়েছিল, নেইমারের লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পরে নেইমারের পায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, হাঁটুর মাঝের লিগামেন্ট তন্তু ছিঁড়ে গেছে। ফুটবলে এটি খুব বিপজ্জনক চোটগুলোর একটি। গত মাসে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছিল, নেইমারকে সাত-আট মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। আগামী বছর কোপা আমেরিকায় খেলা নিয়েও শঙ্কা আছে।

ইডেন ম্যাচের টিকিট কোথায় গেল বলতে পারবেন ব্যোমকেশ বক্সী, মন্তব্য মনোজের

নিজস্ব প্রতিনিধি● কলকাতা

আপনজন: ইডেনে ভারত - দক্ষিণ আফ্রিকা হাইপ্রোফাইল ম্যাচের টিকিট গেল কোথায় তা একমাত্র জানাতে পারবেন ব্যোমকেশ বক্সি। মন্তব্য রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির।

আগামী রবিবার ইডেনের ওই ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। ম্যাচের টিকিট নিয়ে চারদিকেই চলছে হাহাকার। এই অবস্থায় টিকিটের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও তা কার্যত অমিল। প্রশ্ন এত টিকিট গেল কোথায় ? এই প্রসঙ্গে রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ব্যোমকেশ বক্সীই দিতে পারবেন। ইডেন ম্যাচের টিকিট গেল কোথায় এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। টিকিট নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ প্রসঙ্গে এদিন তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ব্যোমকেশ বক্সী উত্তর দিতে পারবে। সিএবি একটি স্বশাসিত সংস্থা। এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোনও লেনদেন নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্যে ক্রিকেট বোর্ডের সদস্য বিজেপি নেতারা। কিন্তু এখানে সেই ব্যাপার নেই। টিকিট কোথায় গেল সেটা সিএবি সভাপতি বলতে পারবেন। তিনি তাকে অনুরোধ করছেন যাতে এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেন। এদিন তিনি মনোজ আরও বলেন ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে টস একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। শীত পড়ছে। মাঠের শিশির পড়লে বল হাতে ধরতে সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে আগে যারা ব্যাট করবে তারাই বেশি সুবিধা পেতে পারে। তবে দুটো দলই ভালো খেলছে। ভারতীয় হিসাবে আমি চাইবো ভারত জিতুক।

ডাচদের হারিয়ে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করল আফগানিস্তান

আপনজন ডেস্ক: এই আফগানিস্তান এর আগে পাকিস্তানের ২৮২ রান টপকে গিয়েছিল ৮ উইকেট হাতে রেখে, শ্রীলঙ্কার ২৪১ রান পেরিয়ে গিয়েছিল ৩ উইকেট হারিয়ে। আজ নেদারল্যান্ডসের ১৮০ রানের লক্ষ্যটা তাই 'ছোটখাটো'ই ছিল আফগানদের জন্য।

শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই।

লক্ষ্ণৌতে ডাচদের বিপক্ষে ১১১ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নিয়েছে হাশমতউল্লাহ শহীদির দল। এই জয়ে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ভালোমতোই এগিয়ে গেছে আফগানিস্তান। ৭ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে আফগানদের অবস্থান তালিকার পাঁচ নম্বরে। শেষ দুই ম্যাচ জিতলে তো বটেই, অন্তত একটি ম্যাচ জিতলেও সেমিফাইনালের টিকিট কাটার সম্ভাবনা থাকবে আফগানিস্তানের। একসময় আফগানিস্তানের 'হোম ভেন্যু' ছিল লক্ষ্ণৌর একানা স্টেডিয়াম। নিজেদের চেনা এই মাঠে স্পিন জাল বিছিয়েই নেদারল্যান্ডসকে আটকেছে আফগানিস্তান। অবশ্য ডাচ ব্যাটসম্যানদের রানিংয়ে গড়বড় করে ফেলা এতে 'বড় অবদান' রেখেছে। টস জিতে ব্যাট করতে নামা নেদারল্যান্ডস প্রথম ওভারে ওয়েসলি বারেসিকে হারালেও ম্যাক্স ও'ডাউড ও কলিন অ্যাকারম্যানের জুটিতে ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়ায়। ১১ ওভারে স্কোরবোর্ডে জমা হয় ৭২ রান। তবে দ্বাদশ ওভারে একটি ডাবলস নিতে গিয়ে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের সরাসরি থ্রোয়ে ও'ডাউড রানআউট হলে ভাঙন ধরে ডাচ ইনিংসে। ১৯তম ওভারে টানা দুই বলে রানআউট হন অ্যাকারম্যান এবং অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডসও।

এরপর মোহাম্মদ নবী বাস ডি লিডিকে এবং নুর আহমেদ সাকিব জুলফিকারকে তুলে নিলে ১১৩ রানে ৬ উইকেট হারায় নেদারল্যান্ডস। এখান থেকে আর দলটি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ৫৮ রান করে অ্যাকারম্যানও রানআউট হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত ১৭৯ রানে থেমে যায় ডাচ ইনিংস।

রান তাড়ায় ওভারপ্রতি চারেরও কম রান দরকার ছিল আফগানিস্তানের। যদিও রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরানের উদ্বোধনী জুটিতে ছিল দ্রুত শেষ করার তাড়া। আর সেটা করতে গিয়ে দুই ওপেনার ফিরে যান ৫৫ রানের মধ্যে। তবে রহমত শাহকে নিয়ে এরপর আর বিপদে পড়তে দেননি হাশমতউল্লাহ। তৃতীয় উইকেটে দুজনে মিলে যোগ করেন ৭৪ রান। টানা তৃতীয় ফিফটি তুলে রহমত ৫৪ বলে ৫২ রান করে ফিরলেও আফগানিস্তান তখন জয় থেকে ৫১ রান দূরে দাঁড়িয়ে।

আজমতউল্লাহকে নিয়ে যা তুলে নেন অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ। ৩২তম ওভারের তৃতীয় বলে আরিয়ান দত্তকে মিড উইকেট দিয়ে চার মেরে জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়কই। অপরাজিত থাকেন ৬৪ বলে ৫৬ রানে। অপর প্রান্তে আজমতউল্লাহ মাঠ ছাড়েন নামের সঙ্গে ২৮ বলে ৩১ রানে।

টুর্নামেন্টে চতুর্থ জয় তুলে পাকিস্তানকে টপকে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে উঠে এসেছে আফগানিস্তান। দলটির শেষ দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দুটিতেই জিতলে সেমিফাইনালে উঠে যাবে তারা, কারণ চারটি বেশি দলের ১২ পয়েন্ট তোলার সুযোগ নেই। আর দুই ম্যাচের একটিতে জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়েও চতুর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নেদারল্যান্ডস: ৪৬.৩ ওভারে ১৭৯ (এঙ্গেলব্রেখট ৫৮, ও'ডাউড ৪২, অ্যাকারম্যান ২৯; নবী ৩/২৮, নুর ২/৩১)।

আফগানিস্তান: ৩১.৩ ওভারে ১৮১ (হাশমতউল্লাহ ৫৬*, রহমত ৫২, আজমতউল্লাহ ৩১*; জুলফিকার ১/২৫)।

ফল: আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা: মোহাম্মদ নবী।

মাঠে সিজদা দিতে গিয়ে থামলেন কেন শামি

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে বেঞ্চ থেকে উঠে দুর্দান্ত সময় কাটাচ্ছেন মোহাম্মদ শামি। বল হাতে ভেঙে দিয়েছেন একাধিক রেকর্ড। ডানহাতি এই পেসার 'জেনুইন ম্যাচ উইনার' বলে আখ্যা পেয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফের কাছ থেকে। বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্যাচে দলে জায়গা হয়নি শামির। এ ব্যাপারে ক্রিকবাজের এক আলোচনায় ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পার্থিব প্যাটেল বলেন, 'শামি, বুমরাহ, সিরাজ থাকলে অতিরিক্ত ব্যাটারদের প্রয়োজনই আপনি অনুভব করবেন না।' অথচ এই শামিকেই কিনা বছর দুই আগে গড়পড়তা পারফর্ম্যান্সের জন্য ভারতীয়দের কাছ থেকে ঘৃণ্য বাক্য শুনতে হয়েছিল যার বেশিরভাগই ছিল ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক। বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাঁচ উইকেট তুলে নেন মোহাম্মদ শামি। লঙ্কানরা চার উইকেট হারানোর পর বোলিংয়ে আসেন ভারতীয় এই পেসার। শেষ ৬ উইকেটের মধ্যে ৫টিই লেখেন নিজের নামে। পঞ্চম উইকেট শিকারের পরেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সিজদা দিতে গিয়েও থেমে যান শামি। কেন থামলেন? সর্বশক্তিমানের সামনে নিজেকে সমর্পিত করার আগে কী এমন মনে পড়লো শামির? এ নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানি গণমাধ্যমে আলোচনা হচ্ছে প্রচুর। তবে কি সেই ২০২১-এর দিনগুলো এখনো ভুলতে পারেননি শামি?

২০২১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জয় পায় পাকিস্তান। তারপরেই মোহাম্মদ শামিকে লক্ষ্য করে অনলাইনে হামলে পড়ে ভারতীয় নেটিজেনরা। যার মধ্যে তাদের মূল বক্তব্যই ছিল শামিকে যাতে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও সেসময় শামির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররা। তৎকালীন অধিনায়ক বিরাট কোহলি সংবাদ সম্মেলনে শামিকে আগলে রাখার কথা বলেন এবং দলের পরাজয়ের দায় পুরো দলের বলে মন্তব্য করেন। ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার এবং ইরফান পাঠানদের পাশাপাশি পাকিস্তানি ক্রিকেটাররাও শামির পাশে দাঁড়ান।

১০ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেপাল, ওমানও সঙ্গী

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি এশিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে সেমিফাইনালে নিজ নিজ ম্যাচ জিতে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে নেপাল ও ওমান। নেপালের কীর্তিপুরে প্রথম সেমিফাইনালে আজ বাহরাইনকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে ওমান। মুলপানিতে অন্য সেমিফাইনালে আরব আমিরাতকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিক নেপাল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অংশ নেবে নেপাল। ২০১৪ সালে অংশ নেওয়ার ১০ বছর পর আবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার টিকিট কাটল হিমালয়ের দেশটি। ওমান এর আগে দুবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছে। ২০১৬ ও ২০২১ সালের সংস্করণে বিদায় নিয়েছে গ্রুপ পর্ব থেকে। নেপালও ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিদায় নিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে।

কীর্তিপুরে টস জিতে আগে ব্যাটিং করা বাহরাইন ওমানের স্পিনার আকিব ইলিয়াসের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। ৪ ওভারে ১ মেডেনসহ ১০ রানে ৪ উইকেট নেন আকিব ইলিয়াস। পুরো ২০ ওভার খেলেও ৯ উইকেটে ১০৬ রানে অলআউট হয় বাহরাইন। তিনে নামা ইমরান আলীর ব্যাট থেকে এসেছে সর্বোচ্চ ৩০ রান। তাড়া করতে নেমে দুই ওপেনারের ফিফটিতে মাত্র ১৪.২ ওভারে জিতেছে ওমান। ৪৪ বলে ৫৭ রানে অপরাজিত ছিলেন কাশ্যপ প্রজাপতি। অন্য প্রান্তে ৪২ বলে ৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন প্রতীক আথাভেল।

কাঠমান্ডুর মুলপানিতে নেপাল ওমানের মতো এত সহজে জিততে পারেনি। টস হেরে আগে ফিল্ডিং করা নেপালের সামনে ৯ উইকেটে ১৩৪ রানের পুঁজি দাঁড় করায় আরব আমিরাত। ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন আরব আমিরাতের হয়ে তিনে নামা ভৃত্য অরবিন্দ। অন্য ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে তেমন সাহায্য পাননি তিনি। নেপালের হয়ে ৩ ওভারে ১১ রানে ৩ উইকেট নেন স্পিন অলরাউন্ডার কুশল মাল্লা। ১৪ রানে ২ উইকেট সন্দীপ লামিচানের। তাড়া করতে নেমে ১৭ বল হাতে রেখে নেপালের তুলে নেওয়া জয়ে ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন নেপালের ওপেনার আসিফ শেখ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মোট ২০টি দল এই বিশ্বকাপে অংশ নেবে। এ পর্যন্ত ১৮টি দল জায়গা চূড়ান্ত করেছে। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে বাকি দুটি দল চূড়ান্ত হবে। চলতি মাসের শেষেই নিষ্পত্তি হবে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বের লড়াই।

শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে আই-লিগ ২০২৩-২৪ এর পরবর্তী উদ্বোধনী ম্যাচে শিলং লাজং-এর সাথে মোহামেডান এসসি ১-১ ড্র করে।

শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানদের নিয়ে খেলেছেন শামি, বললেন ওয়াসিম আকরাম

আপনজন ডেস্ক: সময়টা এখন মোহাম্মদ শামির। বল হাতে নিলেই যেন দলকে উইকেট এনে দেবেন এই পেসার। গতকাল ওয়াংখেড়েতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও নিয়েছেন ৫ উইকেট। গড়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ৩ ম্যাচ খেলেই শামির উইকেট এখন ১৪টি। ভারতের এই পেসারের এমন দাপুটে বোলিংয়ে মুগ্ধ পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম। সাবেক এই পেসার বলছেন, শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে রীতিমতো খেলেছেন শামি। গতকাল ৫ উইকেট নেওয়ার পথে কয়েকটি রেকর্ড গড়েছেন শামি। বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক এখন তিনি। মাত্র ১৪ ইনিংসে নিয়েছেন ৪৫ উইকেট। ছাড়িয়ে গেছেন জহির খান ও জাভাগাল শ্রীনাথকে। বিশ্বকাপে ৪৪ উইকেট নিতে জহিরের লেগেছিল ২৩ ইনিংস, শ্রীনাথের ৩৩ ইনিংস। আর ১৪তম ইনিংসেই কি না ওই দুজনকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়ে গেছেন শামি। এ ছাড়া বিশ্বকাপে ৭ বার কমপক্ষে ৪ উইকেট নিয়েছেন শামি। ছাড়িয়ে গেছেন মিচেল স্টার্ককে। আগের ম্যাচেই স্টার্কের ৬ বার ৪ উইকেট নেওয়ার কীর্তি ছুঁয়েছিলেন শামি। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি তিনবার ৫ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে স্টার্ককে ছুঁয়েছেন শামি। দুবার করে ৫ উইকেট আছে সাতজনের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**